Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 03, 1432 Bangla, January 17, 2026, Saturday, No. 17, 56th year

H I G H L I G H T S

Jamaat-e-Islami will not implement Sharia law if it comes to power---- a representative of the Christian community Martha Das told this to media after meeting with Jamaat amir. [BBC: 03]

Islami Andolan Bangladesh has announced its withdrawal from '11-party alliance' led by Jamaat-e-Islami. The party will contest National Parliamentary Election independently in 268 constituencies. [BBC: 11]

Bangladesh Jatiyo Hindu Mahajot has placed a seven-point proposal to the government to ensure the security of minority communities before and after the upcoming elections. [Jago FM: 19]

Bangladesh Chhatra Union has condemned and protested the decision of the Ministry of Liberation War Affairs' decision to cancel nearly 15,000 video interviews of freedom fighters. The organization claims that this decision is part of a conspiracy to erase the history of the Liberation War. [Jago FM: 17]

Government employees have demanded the publication of ninth pay scale gazette by January 31. Otherwise, strict programs will be implemented ---- warned Bangladesh Government Employees' Demands Adhaya Oikya Parishad. [Jago FM: 16]

The crisis in Bangladesh is growing due to the United States' successive decisions on visa policy. Although the government said the recent visit of National Security Adviser, Dr. Khalilur Rahman to the US was very fruitful, there is no reflection of this claim to US's visa policy execution. [DW: 12]

Human Rights Watch believes that attacks on women, girls, and religious minorities are increasing ahead of the elections, which reveals the country's interim government's failure to protect human rights. [DW: 14]

BPL 2026 resumed on Friday after several rounds of discussions and negotiations between the Cricketers' Welfare Association of Bangladesh and the Bangladesh Cricket Board. [BBC: 05]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মাঘ ০৩, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ১৭, ২০২৬, শনিবার, নং- ১৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না --- দলটির আমিরের সাথে দেখা করার পর গণমাধ্যমকে এমনটাই জানিয়েছেন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের সদস্য মার্থা দাস। [বিবিসি: ০৩]

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন '১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য' থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন। ২৬৮ আসনে নিজেদের প্রার্থীদের এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছে দলটি। [বিবিসি: ১১]

আসন্ন নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘু সম্প্রাদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের কাছে ৭ দাবি জানিয়েছে জাতীয় হিন্দু মহাজোট। [জাগো এফএম: ১৯]

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রায় ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকারের ভিডিও বাতিলের সিদ্ধান্তের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। সংগঠনটির দাবি, এই সিদ্ধান্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে দেওয়ার চক্রান্তের অংশ। [জাগো এফএম: ১৭]

আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন সরকারি কর্মচারীরা। অন্যথায় সর্বাত্মক কর্মবিরতির মতো কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে --- হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ। [জাগো এফএম: ১৬]

ভিসা নীতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একের পর এক সিদ্ধান্তে সংকট বাড়ছে বাংলাদেশের। যদিও নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে বৈঠক। সেই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির প্রয়োগে। [ডয়চে ভেলে: ১২]

নির্বাচন সামনে রেখে নারী, মেয়ে ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বাড়ছে, যা মানবাধিকার রক্ষায় দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ করছে বলে মনে করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। [ডয়চে ভেলে: ১৪]

ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা ও সমঝোতার পর শুক্রবার থেকে বিপিএল ২০২৬ পুনরায় শুরু হয়েছে। [বিবিসি: ০৫]

বিবিসি

শরিয়াহ আইনের দিকে যাবে না জামায়াত, অবস্থান বদল নাকি ভোটের কৌশল?

জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না – বুধবার দলটির আমিরের সাথে দেখা করার পর গণমাধ্যমকে এমনটাই জানিয়েছিলেন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মার্থা দাস। তারপর থেকেই আলোচনায় বিষয়টি। এর আগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুইজন প্রার্থীকে জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন দেয় জামায়াতে ইসলামী। ফলে ধর্মভিত্তিক দল হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক এমন বেশ কিছু পদক্ষেপে তাদের পক্ষ থেকে তুলনামূলক উদার মনোভাব দেখানো হয়েছে। তবে দলটির নেতাদের এসব বক্তব্যের সাথে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সে প্রশ্ন যেমন উঠছে, তেমনি ১২ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে তা কৌশলগত অবস্থান কি না, আছে সে আলোচনাও। বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় কৌশলগত অবস্থান নেওয়ার এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। আবার কেউ কেউ বলছেন, নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর অনেক আগে থেকেই দলটির দর্শন ও মতাদর্শে কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে। তবে জামায়াতের নেতাদের বক্তব্য হচ্ছে, দলীয় গঠনতন্ত্র মেনে দল পরিচালনা করা হলেও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবিধান ও বিদ্যমান আইনি কাঠামোকেই গুরুত্ব দেবেন তারা।

যা বলেছিলেন খ্রিস্টান প্রতিনিধি ও জামায়াত নেতা

বুধবার ঢাকার মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে ন্যাশনাল খ্রিষ্টান ফেলোশিপ অব বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি মার্থা দাস সাংবাদিকদের বলেন, "জামায়াতের ইসলামীর আমির মহোদয়ের সাথে আমরা কথা বলেছি। উনি যে আশ্বাসগুলো দিয়েছেন সেটাই আবার আমি একটু রিপিট করতে চাই। যেটা তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন সেটা হলো, যদি মহান সৃষ্টিকর্তা ওনাদের এই দেশ পরিচালনার সুযোগ দেন তাহলে এই বাংলাদেশে শরিয়াহ ল অর্থাৎ শরিয়াহ আইন তিনি বাস্তবায়ন করবেন না"। এসময় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, প্রতিনিধি দলের মূল প্রশ্ন ছিল রাষ্ট্র পরিচালনা বা সরকার পরিচালনার সুযোগ পেলে জামায়াত কোন আইনে দেশ চালাবে? "অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে, শরিয়াহ আইনে না অমুক মডেলে তমুক মডেলে? ফলে আমিরে জামায়াত বলেছেন, বাংলাদেশে যে বিদ্যমান আইন সে আইনেই বাংলাদেশ চলবে, যেখানে সব ধর্মের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা হবে। এবং এই আইনটাই যথেষ্ট এখন", বলেন তিনি।

'জামায়াতের রাজনীতিতে এসেছে গুনগত পরিবর্তন'

এই ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে নেতারা দলটির নীতিগত অবস্থানের পরিবর্তন করছে নাকি তা কেবলই নির্বাচনকে সামনে রেখে বলা হচ্ছে, এনিয়ে চলছে নানা আলোচনা। যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও দৈনিক নয়াদিগন্তের সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের মতে, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে আগের তুলনায় অনেক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দলটির সমাবেশের কথা টেনে আনেন। বলেন, জামায়াতের আমির মাটিতে পরে যাওয়ার পর সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলছিলেন। আর এই বিষয়টি আগের কোনো নেতার মুখে শোনা যায়নি। একইসাথে প্রথম বারের মতো এবারের নির্বাচনে দুইজন হিন্দু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে জামায়াত। ফলে এই বিষয়গুলোকে 'নতুন বন্দোবস্ত' হিসেবেই দেখছেন মি. বাবর। শরিয়াহ আইন করার বিষয়ে দলীয় প্রধানের বক্তব্যকেও একই দৃষ্টিতে দেখছেন তিনি। তার মতে, বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ হলেও তারা 'ফ্যানাটিক মুসলমান না'। ফলে শরিয়াহ আইনের বিষয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীতো বটেই, মুসলিমদের দিক থেকেও তীব্র প্রতিক্রিয়া আসতে পারে। "এটা হয়তো জামায়াত বুঝতে পেরেছে আর তাই মানুষের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে চাচ্ছে" বলে মনে করেন এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তবে জামায়াতের আরেকজন কেন্দ্রীয় নেতা মতিউর রহমান আকন্দ অবশ্য দাবি করছেন শরিয়াহ আইন বিষয়ক মন্তব্যটি শফিকুর রহমান "এই ভাষায় বলেননি"। "তিনি বলেছেন জামায়াতে ইসলাম যদি ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে জনগণের মতামত, ইচ্ছা এবং অপিনিয়নের ভিত্তিতেই আইন প্রণয়ন এবং কোনো পরিবর্তন করতে হলে জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই পরিবর্তন করা হবে। এখানে আমরা শরিয়াহ আইন প্রণয়ন করবো না এই ধরনের কোনো বক্তব্য আমাদের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি", বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

পদক্ষেপগুলো কি গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক?

দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর হাত ধরে। ১৯৪৮ সালে ইসলামি সংবিধানের দাবিতে প্রচারণা শুরু করলে পাকিস্তান সরকার জননিরাপত্তা আইনে মি. মওদুদীকে গ্রেফতার করে। দু'বছর পর তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল দলটি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ১৯৭৯ সালে রাজনীতিতে ফিরে আসে জামায়াত। তবে ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে যুক্তদের বিচার শুরু করলে বেশ চাপের মুখে পড়ে জামায়াতে ইসলামী। নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত পূরণের জন্য ২০১২ সালে দলটির গঠনতন্ত্রে মৌলিক কিছু বিষয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন বা সংশোধনী আনা হয়। কারণ বাংলাদেশের সংবিধান ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার সাথে জামায়াতের আগের গঠনতন্ত্র ছিল সাংঘর্ষিক। গঠনতন্ত্রে 'ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা'-র পরিবর্তে 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা' সম্বলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করে জামায়াতে ইসলামী। এর আগে তাদের গঠনতন্ত্রে 'আল্লাহ-প্রদত্ত ও রসুল-প্রদর্শিত ইসলাম কয়েমের প্রচেষ্টা'-কে তাদের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হলেও তা বাদ দিয়ে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা'-র কথা বলা হয়। যদিও ২০১৩ সালে সংবিধানের সঙ্গে গঠনতন্ত্র সাংঘর্ষিক হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্ট। পরে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে দলটি। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনীতিতে আবারও শক্তিশালীভাবে দৃশ্যমান হয় জামায়াত। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনেও গুরুত্বপূর্ণ দলগুলোর তালিকায় এগিয়ে আছে তারা। আর জয়ের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে দলটি। যার একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুইজনকে মনোনয়ন দেয়া। তবে এই সিদ্ধান্ত জামায়াতের গঠনতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বলেই জানিয়েছেন মি. আকন্দ। "গঠনতন্ত্রে বলা আছে, যে-কোনো ধর্মের লোক জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক দর্শনের সাথে একমত হয়ে জামায়াতে সম্পৃক্ত হতে পারে। যেহেতু এটা একটা রাজনৈতিক বিষয়, রাজনীতিতে সকল ধর্ম, বর্ণ, মতের লোক থাকবে"। "অতএব পার্লামেন্টের ভেতরে যেন যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আছেন তাদেরও প্রতিনিধিত্ব থাকে এই লক্ষ্যেই জামায়াত দুই জনকে প্রার্থী করেছে। এটা আমাদের সংগঠনের সাথে, সংবিধানের সাথে বা আমাদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার সাথে কোনো অবস্থাতেই সাংঘর্ষিক হবে না," বলেন তিনি। অন্যদিকে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বাংলাদেশ বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনেই পরিচালিত হবে। দল তার নিজের রীতি ও আদর্শ অনুযায়ী চলবে"। তবে দলটির নেতারা সব ধর্ম, বর্ণ বা মতের কথা বললেও এখন পর্যন্ত কোনো নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে দেখা যায়নি জামায়াতকে। এর আগে সরকার গঠন করলে নারীদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে আনার বিষয়ে জামায়াতের আমিরের দেয়া মন্তব্যও বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছিল।

নির্বাচনী কৌশল নাকি নীতিগত পরিবর্তন?

জামায়াতের নেতাদের এমন বক্তব্য ও অবস্থান নির্বাচনি কৌশল হবার বিষয়টিও উড়িয়ে দিচ্ছেন না পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকরা। "নির্বাচনের আগে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন কমিউনিটির সাথে বসা অবশ্যই নির্বাচনি মুভই। এবং এই নির্বাচনি মুভে বসে যখন বলছে আমরা এটা করবো, এটা করবো না- ধরেন, সেটা শরিয়াহ আইন করাই হোক, আর আমরা আপনাদের সংখ্যালঘুদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো, মেয়েদের পোশাক নিয়ে কিছু করবো না – যাই বলা হোক না কেন এটাকে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ধরে নিতে হবে", বলছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অতীতে যেকোনো দলই ভোট টানার জন্য নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা পালন করেননি। ফলে জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রেও তেমনটা হবার সুযোগ আছে বলেই মনে করছেন তারা। "নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা অনেক সফট কথাবার্তা বলছে এবং তারা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য অনেক কিছু বলছে যাতে মনে হচ্ছে তারা অনেকটা উদার হয়ে গেছে। তো নির্বাচনকে সামনে রেখে এধরনের কৌশল নেয়াতো অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার না। কারণ দলটি নিয়ে মানুষের যে পারসেপশন আছে, তা কাটাতেই হয়তো তারা এসব কথাবার্তা বলছে", বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাহবুব উল্লাহ। আবার কেউ কেউ বলছেন, ধর্মভিত্তিক দল হলেও ট্র্যাডিশনাল বা প্রথাগত এবং মডার্ন বা আধুনিক ইসলামের মধ্যে যে পার্থক্য আছে জামায়াত ইসলামকে সেদিক থেকেও ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। ফলে প্রথাগত ইসলামপন্থিরা শরিয়াহর দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দিবে। আর কিছুটা উদার হওয়ার কৌশল নেওয়া জামায়াত শরিয়াহকে গুরুত্ব দিলেও তারা সংস্কারের কথাও বলবে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। তবে শরিয়াহ আইন বা এই ধরনের বিষয়ে জামায়াতের নেতাদের বক্তব্যকে নীতিগত পরিবর্তন হিসেবেই দেখছেন সালাহউদ্দিন বাবর। তার মতে, জামায়াতে ইসলামীর গত ৫০ বছরের যে ইতিহাস বর্তমানে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনীতি তুলে ধরছে দলটি। আর দলটি "যা বলে অন্তত পক্ষে তারা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করে। তো যেটা বলেছে সেটা নিছক ইলেকশন নয়। জামায়াতের গোটা পলিটিক্সের নতুন একটা অধ্যায় শুরু হয়েছে, সেই অধ্যায়টাই তারা চর্চা করবে", বলেন তিনি। যদিও তার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন অধ্যাপক ফেরদৌস। তিনি বলেন, "মাঠের রাজনীতিতে কেউই যুধিষ্ঠির নয়। তারা যা বলে তা করে না। জামায়াতও তার থেকে কোনো ব্যতিক্রম নয়"। বরং জামায়াত নিয়ে মানুষের এমন মনোভাবও আছে যে তারা যেসব কথা বলে, কার্যত তার একেবারে ভিন্ন ধরনের রাজনীতি করে। "এটা দলটির বাইরে, জামায়াতপন্থি নন, এমন নানা মত-পথের মানুষরাই নানা সময় বলে থাকেন"। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

মাঘের শুরুতে শীতের দাপট কম কেন, কী বলছে আবহাওয়া দপ্তর

'পৌষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীতে বাঘ পালায়'- মাঘ মাসের তীব্র শীতে বাঘ পর্যন্ত কাবু হয়, এই প্রবাদের সঙ্গে প্রকৃতির আচরণে এবার যেন খানিকটা অমিল। মাঘের শুরুতেই প্রকৃতিতে পরিবর্তনের হাওয়া। হাড়কাঁপানো কনকনে ঠান্ডা আর ঘন কুয়াশার দাপট কাটিয়ে শীত কি তবে বিদায় নিতে শুরু করেছে? কদিন আগেই অবশ্য প্রচণ্ড শীতে কেঁপেছে মানুষ। পৌষ মাসের হিমেল হাওয়া আর ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে গোটা দেশ, সপ্তাহজুড়েও মেলেনি রোঁদের দেখা। বাংলাদেশে সাধারণত জানুয়ারি মাসেই সব থেকে বেশি শীত অনুভূত হয়। এরপর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তাপমাত্রায় খানিকটা পরিবর্তন হতে শুরু করে ধীরে ধীরে শীতের বিদায়ে আগমন ঘটে বসন্তের। এ বছর জানুয়ারির শুরুতে শীতের সেই দাপট কিছুটা অনুভূত হলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে তাপমাত্রায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। আবহাওয়া অফিসের বার্তা অনুযায়ী, দেশের কয়েকটি জেলায় এখনও মৃদু শৈত্যপ্রবাহ চলমান থাকলেও বেশিরভাগ জেলার তাপমাত্রা বেড়েছে। বিশেষ করে রাত ও দিনের তাপমাত্রার ফারাকটা বেশ বড়। শুক্রবার উত্তরের জনপদ তেঁতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং টেকনাফে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও রংপুর জেলায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেলেও বাকি জেলাগুলোতে দিনের তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়েছে বলেও জানানো হয়েছে আবহাওয়া পূর্বাভাসে।

শীত কী বাড়তে পারে?

ডিসেম্বরের শেষ এবং জানুয়ারির শুরুতে শীতের দাপটে মনে হয়েছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার শীতের প্রভাব খানিকটা বেশি এবং স্থায়ী হতে পারে। আরও অন্তত তিনটি শৈত প্রবাহ আসতে পারে বলে জানিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তরও। যদিও জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে এসেই পরিস্থিতি বদলে গেছে। সন্ধ্যার পর এবং শেষ রাতে কিছুটা শীত অনুভূত হলেও দিনের পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেসা বলছেন, শৈত প্রবাহ এখনও চলমান রয়েছে, তবে এর এলাকা কমেছে। "কদিন আগে দেশের ৫০ থেকে ৫৪টি জেলায় একসাথে শৈত প্রবাহ বয়ে গেছে কিন্তু আজকে (শুক্রবার) তিনটি জেলায় এবং আগামীকাল দেশের চারটি জেলায় মৃদু শৈতপ্রবাহ থাকবে," বলেন তিনি। মূলত সূর্যের তাপের কারণে দিনের তাপমাত্রার সঙ্গে রাতের তাপমাত্রায় বড় ফারাক তৈরি হয়েছে বলেও জানান মিজ জেবুন্নেসা। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, আগামী কয়েকদিনে দিনের তাপমাত্রা আরও একটু বাড়তে পারে। যাতে শীতের দাপট আরও কমে আসবে। যদিও দেশের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় শীতের প্রভাব থাকবে। "ঢাকায় শীত হয়তো খানিকটা কমে গেছে, ঢাকায় আরো দুইদিন এমনই হয়তো থাকবে, দিনের তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়তে পারে। এক সপ্তাহ মোটামুটি এরকমই থাকবে," বলেন তিনি। কদিন আগে যেমন কনকনে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়েছে সেরকম পরিস্থিতি আর হতে পারে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে এই আবাহাওয়াবিদ বলছেন, "না, ওরকম আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।" আবহাওয়ার এমন হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ হিসেবে দিন এবং রাতের তাপমাত্রায় বড় ধরনের ব্যবধানের কথা বলছেন মিজ জেবুন্নেসা। তিনি জানান, "কদিন আগে দিন এবং রাতের তাপমাত্রায় খুব কম তফাৎ ছিল, আমাদের রেকর্ডও বলতে পারেন, এক দশমিক সাত ডিগ্রি হয়েছিল। কিন্তু এখন সেটা অনেকটা বেড়ে গেছে।" চলতি মাসের শেষ দিকে তাপমাত্রা আরও খানিকটা বেড়ে শীতের অনুভূতি আরও কমে যেতে পারে বলেও জানান তিনি। "শীত ওইরমকভাবে যে আরও বাড়বে সেটা হবে না" এ বছর দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সাত ডিগ্রির নিচে নেমেছিল। রাজধানী ঢাকায়ও সর্বনিম্ন তাপমাত্র এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে দেখা গেছে। আবহাওয়া অফিসের সবশেষ বার্তায় বলা হয়েছে, শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কিছু কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা থাকতে পারে। আগামী তিনদিন সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। অর্থাৎ দিনের বেলায় শীতের প্রভাব আরও কমে আসবে। অস্থায়ীভাবে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেও জানানো হয়েছে। আবহাওয়াবিদ মিজ জেবুন্নেসা বলছেন, তাপমাত্রা কিছুটা ওঠানামা করলেও শীতের অনুভূতিতে বড় ধরণের পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। "শীত বিদায় নিয়েছে বলা যাবে না তবে অনেকটা এরকম থেকেই এবছর বিদায় নিতে পারে," বলেন তিনি। যদিও উত্তরের হিমেল হাওয়ার গতি খানিকটা কমে আসায় জনজীবনে স্বস্তি ফিরেছে। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে, যেখানে শীতের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি ছিল, সেখানেও বেশিরভাগ জেলায় রোদের দেখা মিলছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল, যে 'হেলদি ডিসকাশনে' সুরাহা হলো বোর্ড ও ক্রিকেটারদের বিরোধ

বোর্ড ও ক্রিকেটারদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সমঝোতার পরে মাঠে ফিরছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা ও সমঝোতার পর শুক্রবার থেকে বিপিএল ২০২৬ পুনরায় শুরু হচ্ছে। বিসিবি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্থগিত হওয়া ম্যাচগুলো নতুন সূচি অনুযায়ী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে টুর্নামেন্টের বাকি

ম্যাচগুলোর সূচিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের এক মন্তব্যকে ঘিরে তৈরি হওয়া সংকটে বৃহস্পতিবার বিপিএলের ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি। ক্রিকেটাররা বয়কটের সিদ্ধান্ত কার্যকর করায় দিনের দুটি ম্যাচই স্থগিত করা হয়। এই সমঝোতার পরপরই বিপিএলের নতুন সূচি প্রকাশ করেছে বিসিবি। বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৫ই জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত ম্যাচগুলো এখন অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারি। এ ছাড়া ১৬ ও ১৭ই জানুয়ারির জন্য নির্ধারিত ম্যাচগুলো একদিন করে পিছিয়ে যথাক্রমে ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা এলিমিনেটর ও কোয়ালিফায়ার-১ ম্যাচও এক দিন পিছিয়ে ২০শে জানুয়ারি আয়োজন করা হবে। রাতে বিসিবির সঙ্গে আলোচনার পর কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন জানান, ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় তারা আবার মাঠে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মিঠুন বলেন, এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং কোয়াব সেটিকে সমর্থন করে না। তবে বোর্ডের সঙ্গে 'হেলদি ডিসকাশন'-এর মাধ্যমে একটি বাস্তবসম্মত অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বোর্ড তাদের দাবিগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াগতভাবে এগিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই শুক্রবার থেকে আবার খেলায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্রিকেটাররা।

কী সেই 'হেলদি ডিসকাশন'?

ভারতে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে না গেলে ক্রিকেটাররা ক্ষতিপূরণ পাবেন কি না, এ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন বিসিবির অর্থ বিভাগের প্রধান এম নাজমুল ইসলাম। ওই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তার পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগের দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হলেও তিনি তা করেননি। এরপর বিকেলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাকে অর্থ কমিটির প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। তবে কোয়াব জানায়, নাজমুল ইসলামকে তার মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। বিসিবি সেই দাবি মানতে রাজি হয়নি। এরপরও ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দেন কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন। মিঠুন বলেন, ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় তারা শুক্রবার থেকে আবার মাঠে নামছেন। বিসিবির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি জায়গায় পৌঁছানো গেছে, যা কোয়াবের সদস্য ও উপস্থিত ক্রিকেটাররা গ্রহণ করেছেন। এদিকে সংবাদ সম্মেলনে বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান জানান, চেষ্টা করেও আপাতত নাজমুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তবে তাকে দেওয়া কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে। এরপর তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত প্রক্রিয়া চলবে। তবে তিনি যোগ করেছেন, "আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর যে মন্তব্য করেছেন আমরা মনে করি এটা অনাকাঙ্ক্ষিত, এমন মন্তব্য ওনার করা উচিত হয়নি"। বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে ইফতেখার রহমান বলেন, "ক্রিকেটারদের কারণেই আইসিসি পয়সা দিচ্ছে, আমরা স্পন্সর পাচ্ছি, মাঠ চালাচ্ছি। ক্রিকেট প্লেয়ার ছাড়া আমরা কেউই না কোথাও।" তিনি জানিয়েছেন, বিতর্কিত মন্তব্য করা বোর্ড ডিরেক্টর নাজমুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করে এই সংবাদ সম্মেলনে আনার চেষ্টা করেছে বিসিবি, কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া জানতে বিবিসি বাংলা থেকেও নাজমুল ইসলামের মোবাইল ও হোয়াটস্যাপ মাধ্যমে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও প্রত্যুত্তর আসেনি তার পক্ষ থেকে। এই প্রসঙ্গে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন বলেন, নাজমুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হলে ক্রিকেটারদের দাবিগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াগতভাবে সমাধান করা হবে, এমন আশ্বাস দিয়েছে বিসিবি। দুপুরে কোয়াবের সংবাদ সম্মেলনে বয়কটের পেছনে আরও চারটি কারণের কথা জানান ক্রিকেটাররা। এর মধ্যে ঢাকার ক্রিকেটের চলমান সংকট, নারী ক্রিকেটে যৌন হয়রানির অভিযোগ, সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং ফিক্সিংয়ের অভিযোগে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞার বিষয়গুলোও উঠে আসে। এসব বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। কোয়াব বিবৃতিতে বলা হয়, সব ধরনের খেলা বন্ধ থাকলে নারী ও পুরুষ জাতীয় দল, অনূর্ধ্ব ১৯ দল এবং চলমান বিপিএলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থেই আগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। এম নাজমুল ইসলামকে অর্থ কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে কোয়াব। পরিচালক পদ নিয়ে গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য বিসিবি যে সময় চেয়েছে, সেটুকু দিতে তারা প্রস্তুত বলেও জানানো হয়েছে। তবে কোয়াবের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট প্রত্যাশাও তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনটির মতে, ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রকাশ্যে অপমানজনক মন্তব্য করায় এম নাজমুল ইসলামের প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।

হুমকি পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন মিঠুন

'দালালি'র অভিযোগ তুলে কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুনকে বিভিন্ন নম্বর থেকে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মোহাম্মদ মিঠুনের দাবি, অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন কল ও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে তাকে গালাগাল ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসব বার্তায় বলা হচ্ছে, ক্রিকেটাররা 'দালালি' করে দেশে একটি 'অস্থিতিশীল পরিস্থিতি' তৈরি করেছেন। এমনকি, "আজকের পর কোনো ক্রিকেটার বাংলাদেশের মাটিতে নিরাপদে হাঁটতে পারবে

না"- এমন হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার পর থেকে হুমকির মাত্রা আরও বেড়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মিঠুন বলেন, ক্রিকেটাররা দেশের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি, বরং নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন। তারপরও কেন এ ধরনের হুমকি আসছে, তা তার কাছে বোধগম্য নয়। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ক্রিকেটারদের নিয়ে মন্তব্যে আসিফ নজরুলও ক্ষুব্ধ

বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে বিপিএল বয়কটসহ দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট যখন কার্যত অচল, ঠিক সেই সময় বিষয়টি নিয়ে কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ক্রিকেটারদের নিয়ে নাজমুল ইসলামের বক্তব্যকে তিনি 'অপমানজনক' এবং 'চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে আখ্যা দেন। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। বৃহস্পতিবার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে আসিফ নজরুল বলেন, এই মুহূর্তে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের একটি ঐক্যবদ্ধ বার্তা পৌঁছানো জরুরি। তার ভাষায়, ক্রিকেট বোর্ড, ক্রিকেটার ও সমর্থক সবাই জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নে এক। তিনি বলেন, এমন একটি সময়ে দায়িত্বশীল অবস্থানে থাকা একজন মানুষের পক্ষ থেকে সব ক্রিকেটারকে অপমান করা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বোধগম্য নয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০১.২০২৬ এলিনা)

বিএনপিতে 'পুরুষ কোটায় নারী প্রার্থী', জামায়াতে নারী প্রার্থীই নেই

" আমাদের দল থেকে ৪৪টি আসনে মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে তিনজন নারী। এখানে জোটের একটা ক্যালকুলেশন ছিল, না হলে আমরা আরো বেশি আসনে প্রার্থী দিতাম"। বলছিলেন দিলশানা পারুল। ঢাকার অদূরে সাভার-আশুলিয়া নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৯ এর নির্বাচনি আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি থেকে প্রার্থী করা হয়েছে তাকে। তিনি দলটির কেন্দ্রীয় একজন নেতা। এনসিপি থেকে যে তিনজন নারীকে নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, মিজ পারুল তাদেরই একজন। এনসিপি ৪৭টি আসনে যে তিনজন নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে, শতকরা হারে এটি প্রায় সাত শতাংশ। বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি তাতে এই সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ অন্য বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী প্রার্থীর হার আরো কম। এমনকি জামায়াতসহ ইসলামীসহ অন্তত ৩০টি দলে একজনও নারী প্রার্থী নেই। ইসলামী দলগুলোর বাইরে প্রচলিত ধারার অনেক রাজনৈতিক দলও নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে অনীহা দেখিয়েছে। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী ভোটার থাকলেও, নির্বাচনে পর্যাপ্ত নারী প্রার্থী না থাকার বিষয়টি সমালোচনা কুড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিতে নেতা হিসেবে পরিচিত মুখও দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় নির্বাচনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে অনীহা কেন?

'পুরুষ কোটায় নারী প্রার্থী' নিয়ে আপত্তি বিএনপিতে

এবারের নির্বাচনে ৩০০ আসনের বিপরীতে মোটে ১০ জন নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল বিএনপি, সংখ্যার হিসাবে কোনো দল থেকে এটাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী প্রার্থী। তবে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর সেই সংখ্যা নয় জনে নেমে আসে। শতকরা হারে অবশ্য বিএনপির নারী প্রার্থী মাত্র তিন শতাংশ। বিএনপিতে নারী প্রার্থী কেন এত কম এমন প্রশ্নে দলটির বিভিন্ন স্তরে কথা বলে মূলত তিনটি কারণ পাওয়া যায়।

এক. নির্বাচনে 'জিতে আসার মতো' নারী প্রার্থী কম বলে মনে করা হচ্ছে।

দুই. সরাসরি মাঠের রাজনীতিতে সক্রিয় এবং স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী এমন নারী নেত্রীর অভাব।

তিন. নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় যেখানে অর্থ, পেশিশক্তি এবং কর্মীবাহিনী প্রয়োজন হয়, নারীদের ক্ষেত্রে এগুলোরও অভাব দেখা গেছে।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী অবশ্য বলছেন, 'নির্বাচনে জিততে পারবে কি না' এমন প্রার্থী বেছে নিতে গিয়েই নারী প্রার্থী কম হয়েছে। "এখানে বিষয়টা তো নারী-পুরুষ না। বিষয়টা হচ্ছে, আপনি নির্বাচনে জিততে পারবেন কি না। এখানে জিতে আসার ক্ষেত্রে যার সম্ভাবনা বেশি তাকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বিএনপি নারী প্রার্থী দিতে চায়, কিন্তু সেখানে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তো ম্যানিপুলেট করে নারী প্রার্থী বাড়ানোর সুযোগ নেই"। কিন্তু বিএনপিতে তাহলে নির্বাচন করার মতো নারী নেতৃত্ব কেন তৈরি হলো না এটা বড় প্রশ্ন। আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী অবশ্য এক্ষেত্রে দায় দিচ্ছেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। "গত ১৬/১৭ বছরে দেশে কী রাজনীতি ছিল? সবখানে একটা ভয়ের পরিবেশ। এমন পরিস্থিতিতে শুধু নারী কেন, আমরা তো যোগ্য পুরুষদেরও দলে কম পেয়েছি। এখন রাজনীতি স্বাভাবিক হচ্ছে, গণতন্ত্র যদি ফিরে আসে তাহলে নারীদের জন্য পরিবেশ তৈরি হবে। তখন নারী প্রার্থীও নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে," বলেন মি. চৌধুরী। তবে বিএনপি যে সংখ্যায় নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে, সেখানেও সমস্যা দেখছেন দলটির কেউ কেউ। বিশেষ করে বিএনপি নারী প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও তৃণমূল থেকে উঠে আসা নেতৃত্বের বদলে 'পরিবারতন্ত্রকে' প্রাধান্য দিয়েছে এমন সমালোচনাও আছে। বিএনপির স্বনির্ভরবিষয়ক সম্পাদক নিলোফার চৌধুরী মনি একে উল্লেখ করেছেন 'পুরুষ কোটায় নারী প্রার্থী' হিসেবে। "এখানে যারা মনোনয়ন পেয়েছে, তাদের প্রত্যেকটা আমি হিসেব করে দেখেছি। তারা সকলেই

কোনো না কোনো পুরুষ নেতার, মানে এমপি'র ঘর থেকে আসা। হয়তো মামলার কারণে এমপি হতে পারে নাই বা তিনি মারা গেছেন, ফলে তাদের পরিবার থেকে (একজন নারী সদস্যকে) মূল্যায়ন করা হয়েছে। ...এটাবে আমি বলি পুরুষ কোটায় নারী প্রার্থী। কারণ বাবা বা স্বামীর কারণেই এটা তার এক ধরনের থোক বরাদ্দ, একধরনের কোটা," বলেন তিনি। তার মতে, পেশিশক্তি কিংবা যোগ্যতার ঘাটতির চেয়ে তৃণমূল থেকে উঠে আসা নারীরা দলের ভেতর থেকেই সেভাবে মূল্যায়িত হন না। "আমরা নারী হিসেবে যে ভয়টা প্রথম পাওয়ার কথা যে, এলাকার হুজুর বা সনাতন মনোভাবে মানুষগুলো হয়তো আমাদেরকে মনে নেবে না। কিন্তু আসলে ওইখানে কোনো সমস্যা হয় না। কথা যেটুকু হয়, যাদের সঙ্গে আমরা রাজনীতি করি তাদের মধ্যেই সমস্যাটা বেশি হয়। এখানে রেজাল্টটা আপনি যাই করুন না কেন, দিনশেষে আপনি শূন্য। দিনশেষে আপনি সংরক্ষিত," বলেন নিলোফার চৌধুরী মনি।

জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোতে কোনো নারী প্রার্থী নেই

বাংলাদেশে ইসলামভিত্তিক যেসব রাজনৈতিক দল আছে, সেখানে সবচেয়ে বড় দল হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। দলটি এবার ২৭৬ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। এরমধ্যে একজনও নারী প্রার্থী নেই। এমনকি অতীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ইতিহাসও নেই দলটির। একই অবস্থা জামায়াত নেতৃত্বাধীন নির্বাচনি জোটেও। সেখানকার ইসলামী দলগুলোও যে আসন ভাগাভাগি করেছে সেখানে কোনো নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি। এমনকি জোটে থাকা প্রচলিত ধারার অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক ধারার বাইরের দলগুলোর মধ্যে এনসিপি ছাড়া আর কোনো দলই জোটের ভাগাভাগিতে নারী প্রার্থী দেয়নি। যদিও ইসলামী ধারার দলগুলোর মধ্যে এর আগে জামায়াতের পক্ষ থেকে সংরক্ষিত নারী আসনে এমপি দেওয়ার নজীর আছে। এমনকি স্থানীয় উপজেলা পর্যায়ের নির্বাচনেও দলটি থেকে নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয়। এছাড়া দলটির আলাদা নারী শাখাও রয়েছে। কিন্তু তাহলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি কেন নারী প্রার্থী দেয় না এমন প্রশ্নে তিনটি কারণের কথা বলছেন দলের নেতারা।

এক. 'ধর্মীয় অনুশাসন তথা পর্দা মেনে' লাখ লাখ ভোটারের কাছে যাওয়া এবং দিনব্যাপী গণসংযোগ বা এধরনের কর্মকাণ্ড কতটা সম্ভব তা নিয়ে খোদ 'নারীদের মধ্যেই প্রশ্ন আছে' বলে মনে করা হচ্ছে।

দুই. আগ্রহের অভাব।

তিন. নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা।

দলের বিভিন্ন স্তরে এমন সব যুক্তি উঠে আসলেও সরাসরি দলটির নারী নেত্রীরা কী বলছেন সেটা অবশ্য বিবিসির পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। কয়েক দফায় দলটির মিডিয়া শাখায় যোগাযোগ করা হলেও দলটির নারী নেতৃত্বের কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও দলটির মিডিয়া শাখার প্রধান এহসানুল মাহবুব জোবায়ের অবশ্য বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, নারীদের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী করতে দলের পক্ষ থেকে বিধিনিষেধ নেই। তাহলে কেন নারী প্রার্থী দেখা যাচ্ছে না এমন প্রশ্নে তিনি 'নিরাপত্তা এবং আগ্রহের ঘাটতির' কথা তুলে ধরেন। "আমাদের দলে একজন নারী তিনি হয়তো রাজনীতি করতে চান। কিন্তু ইলেকশন করবেন কি না সেটা ভিন্ন বিষয়। ইলেকশনে অংশগ্রহণ করা মানে বড় আকারের দায়িত্ব নেওয়া। একটা আসনে ছয়/সাত লাখ পর্যন্ত ভোটার আছে। সেখানে তার চলাফেরা, তার নিরাপত্তা, তার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পেশাগত দায়িত্ব ইত্যাদি অনেক বিষয় থাকে। এক্ষেত্রে আমরা নারীদের বাধ্য করি না"। "যদি সে ও তার পরিবার চায় এবং তৃণমূল থেকেও পরামর্শ আসে তাহলে আমরা দিতে রাজি আছি। এক্ষেত্রে জামায়াতের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আমরা তো স্থানীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থী এর আগে দিয়েছি। আসলে পরিবেশ-পরিস্থিতির উন্নয়ন হলে নারীরাও আগ্রহী হবে," তিনি বলেন।

দলগুলোর আগ্রহের অভাব দেখছেন বিশেষজ্ঞরা

তবে নারী প্রার্থী নিয়ে জামায়াত কিংবা এর নেতৃত্বাধীন জোটেই যে শুধু এমন অবস্থা তা নয়। বরং সামগ্রিকভাবেই দেখা যাচ্ছে, দেশটিতে নিবন্ধিত ৫১টি দলের মধ্যে ৩০টি দলই কোনো নারী প্রার্থী দেয়নি। এছাড়া দেশটিতে এবার যারা নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম তুলেছেন তাদের মধ্যেও নারীর হার মাত্র চার শতাংশ। প্রচলিত ধারার দলগুলোর মধ্যে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি -এলডিপি, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি -বিজেপি (পার্থ) গণফ্রন্টসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করছে তারাও কোনো নারী প্রার্থী জোট থেকে দিতে পারেনি। রাজনীতি বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরীন বিবিসি বাংলাকে বলেন, তারা ভাষায়, দলগুলোর মধ্যেই আগ্রহের ঘাটতি আছে। "ইসলামী দল বা জামায়াতের মধ্যে দেখেন, তারা কখনই নারীদের এর আগে প্রার্থী করেনি। এটা তাদের হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত না। বরং তাদের আদর্শিক জায়গা থেকেই নারীকে দূরে রাখার যে প্রবণতা তারই প্রতিফলন। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে কি আছে যে নারীদের মনোনয়ন দেওয়া যাবে না? নাকি তারা যোগ্য মনে করছে না?" প্রশ্ন তোলেন জোবাইদা নাসরীন। বাংলাদেশে কত কয়েকমাসে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ যেগুলোতে জয়লাভ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির নেতৃত্বাধীন প্যানেলগুলো। যেগুলোতে ছাত্রী সংস্থার পক্ষ থেকে নারীরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে এসেছেন। শিবির এবং ছাত্রীসংস্থা— দুটো সংগঠনই জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কাগজে-কলমে জামায়াতের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন না হলেও দুটি সংগঠনই রাজনীতিতে

মূলত জামায়াতের ছাত্রসংগঠন হিসেবেই ব্যাপকভাবে পরিচিত। জোবাইদা নাসরীনের মতে, ছাত্রসংসদ নির্বাচনে নারীদের প্রার্থী করলেও সংসদ নির্বাচনে নারীদের প্রার্থী না করা মূলত অনাগ্রহটাই স্পষ্ট করে। এছাড়া প্রচলিত অন্যান্য দলগুলোর ভেতরেও সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে। জোবাইদা নাসরীন এ বিষয়ে বলেন, "বিএনপি মনে করছে, মাঠের রাজনীতিতে এখন শক্তিশালী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং নির্বাচনে তাদের কোনো নারী প্রার্থী নেই। যখন জামায়াতে ইসলামীর (পুরুষ প্রার্থীর) বিপরীতে নারী প্রার্থী দেওয়া হবে, তখন আসলে ধর্মের ব্যবহার চলে আসবে। তাই সেই আসনে ওই নারীর হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটাই বাস্তবতা।" বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বাংলাদেশের দলগুলোর ভেতরে যে ক্ষমতার কাঠামো সেটা মূলত পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত। এরসঙ্গে মনোনয়ন বাণিজ্য, নির্বাচনি ব্যয়ের চাপ এবং সহিংস রাজনীতির আশঙ্কা নারীদের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পারিবারিক চাপ ও সামাজিক বাস্তবতাও নারী প্রার্থীদের নিরুৎসাহিত করছে। শুধু ব্যক্তিগত সক্ষমতা নয়, পুরো রাজনৈতিক পরিবেশটাই নারীদের জন্য এখনো প্রতিকূল মনে করছেন তারা। এ বিষয়ে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ আব্দুল আলীম বলছিলেন, "রাজনৈতিক দলগুলো যেকোনো মূল্যে জিততে চায় বলেই নারী প্রার্থী দেয়নি। তারা চিন্তা করে, কোন প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা আছে এবং বাংলাদেশের যে সংস্কৃতি, নারীরা সেখানে জিততে পারবে না এবং নারীদের টাকা-পয়সাও কম আছে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০১.২০২৬ এলিনা)

রাজশাহীতে বিএনপি-জামায়াতের লড়াইয়ে ফ্যাক্টর আওয়ামী লীগের ভোটার

নির্বাচন কমিশনের নতুন আইনের কারণে পথে পথে পোস্টার-ব্যানার নেই, নেই ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার-প্রচারণা। তবুও ভোট নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই বিভাগীয় জেলা রাজশাহীতে। জেলার ছয়টি আসনের অন্তত তিনটিতে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া গেছে ভোটার ও রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে। ২০০৮ সালের আগ পর্যন্ত বিএনপির ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত ছিল রাজশাহী জেলা। তবে ভোটারদের কেউ কেউ বলছিলেন, মনোনয়ন নিয়ে বিএনপির কোন্দলের কারণে এবারের নির্বাচনে এই জেলায় জামায়াতে ইসলামীর সাথে বিএনপির নির্বাচনি লড়াইটা জমে উঠতে পারে। বিএনপি অবশ্য মনে করছে, দীর্ঘদিনের শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থান থাকার কারণে এই জেলায় হালেই পানি পাবে না অন্য কোনো দল। বিবিসি বাংলার সাথে আলাপকালে মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন দাবি করেন, বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে মনোনয়ন নিয়ে কিছুটা অসন্তোষ থাকলেও সেটি ভোটের ফলাফলে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারবে না। ঠিক উল্টো বক্তব্য দিচ্ছে জামায়াত। জরিপ ফলাফলের তথ্য জানিয়ে দলটির দাবি, অন্তত চারটি আসনে বিএনপির চেয়ে এগিয়ে আছে তারা। রাজশাহী মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মন্ডল বলছিলেন, শক্ত অবস্থান থাকলেও বিএনপি নেতাকর্মীদের নেতিবাচক অবস্থানই জামায়াতকে নির্বাচনের মাঠে বাড়তি সুবিধা দেবে। বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিললেও এই জেলার বিভিন্ন আসনে ভোটে লড়ছে জাতীয় পার্টি, ইসলামী আন্দোলন, বাসদ, গণঅধিকার পরিষদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। রাজশাহীর বিভিন্ন উপজেলার সাধারণ ভোটারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, নির্বাচনে জয় পরাজয়ে এবার বড় ভূমিকা রাখতে পারে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার। বিবিসি বাংলা এই এলাকার যে ভোটারদের সাথে কথা বলেছে, বয়সে তরুণ থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সী মানুষদের বেশিরভাগই এক বাক্যে বলেছেন, কর্মসংস্থানের অভাবে রাজশাহী এখন একটি শিক্ষিত বেকারদের নগরী। নির্বাচন নিয়ে প্রত্যাশার বাইরে ভোটের সময়ের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কার কথা বলছিলেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কেউ কেউ। আগের নির্বাচনগুলোর ফলের দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০০১ সালে রাজশাহীর সবগুলো আসন ছিল বিএনপির দখলে। এরপরে তারা আর কোনো আসন পায়নি সেখানে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে রাজশাহীর ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে আওয়ামী লীগ ও একটিতে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি জয়ী হয়। ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচন বয়কট করেছিল বিএনপি ও জামায়াত। ২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে রাজশাহীর আসনগুলো আওয়ামী লীগ তাদের দখলে ছিল। চব্বিশের গণ-আন্দোলনের পর থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকার মতো রাজশাহীর আওয়ামী লীগ নেতারা এলাকাছাড়া হয়েছেন। জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের ভোটাররা অন্য দলগুলোর জন্য এবার বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। এর বাইরে তরুণ ভোটাররা, বিশেষ করে যারা প্রথমবারের মতো ভোট দেবেন, তারাও জয়-পরাজয় নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

যে সমস্যার কথা বলছেন তরুণরা

বুধবার বিকেলে রাজশাহী শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্পট পদ্মা নদীর পাড়। এখানে প্রতিদিন বিকেলে হাজারো মানুষ ঘুরতে আসেন। রাজশাহীর শহর থেকে যেমন অনেকেই আসেন, তেমনি আশপাশের উপজেলাগুলো থেকেও আসেন অনেকেই। এসব দর্শনার্থীদের অনেকেই বয়সে তরুণ তরুণী। আমরা সেখানে পৌঁছাতেই আলাপ হয় এক ঝাঁক তরুণের সাথে। তাদের সবাই যেন বলছিলেন রাজশাহী জেলাটি যেন এক শিক্ষিত বেকারের নগরী। "এখানে শিক্ষা আছে, শিক্ষিত মানুষ আছে, কিন্তু তাদের কোনো চাকরি নাই। তাহলে এই শিক্ষা দিয়ে লাভ কী", বলছিলেন ২৮ বছরের ইমতিয়াজ হোসেন। তিনি অবশ্য একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। কিন্তু তার সাথে যে বন্ধুরা এসেছিলেন তাদের

অনেকেই পড়াশোনা শেষ করেও বসে আছেন কর্মহীন। উচ্চশিক্ষা নিয়েও কেন বেকার হয়ে ঘুরছেন অনেকে? এই প্রশ্নে পাশে থাকা মমিনুল হাসান বলছিলেন, "এত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু আপনি পড়াশোনা শেষ করে যে চাকরি নেবেন, কোথায় চাকরি করবেন?" অর্থাৎ তাদের ভাষায়, শিক্ষা নগরীর খ্যাতি পাওয়ার এই শহরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা শেষ করে তারা যে চাকরি করবেন, এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। এই দলে এমন একজন তরুণও ছিলেন যিনি পড়াশুনা শেষে চাকরি পাননি। পরে নিজেই মোবাইল-ক্যামেরা নিয়েই শুরু করেছেন কন্টেন্ট বানানোর কাছ। তাতেও যে তার খুব একটা আয় হচ্ছে বিষয়টি তেমন নয়। তার ভাষায়, চাকরি নাই তাই বিভিন্ন বিষয়ে ভিডিয়ো কন্টেন্ট তৈরি করে সেগুলোই ফেসবুক-ইউটিউবে আপলোড করছেন, এলাকায় তার পরিচিতিও আছে। কিন্তু এটি দিয়ে যা আয় হয়, তাকে কোনোভাবেই রোজগার বলা যায় না। জেলার বিভিন্ন এলাকায় নানা বয়সের নারী পুরুষদের সাথেও কথা বলেছে বিবিসি বাংলা। সেখানে অনেকেই বলছিলেন, এখানে আগে জুট মিল ছিল, বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল; যার অনেক কিছুই নানা কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে, কর্মসংস্থানের পথও সংকুচিত হয়ে গেছে। গৃহিণী সাহেরা বেগম বলছিলেন, "শিক্ষিত ছেলেপেলেরা, অটো চালাচ্ছে, নৌকা চালাচ্ছে, চটপটির দোকান দিচ্ছে। আর যারা এগুলো পারছে না তাদের কেউ কেউ মাদকে ঝুঁকছে, কেউ চাঁদাবাজি করছে"। আসছে নির্বাচনে তারা চান, এমন একটা সরকার আসুক যারা তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে এই সমস্যা সমাধানের পথ দেখাবে।

নির্বাচনে বিএনপির বাধা 'অভ্যন্তরীণ কোন্দল'

১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর ছয়টি আসনেই বিএনপির দাপুটে অবস্থান ছিল। অতীতের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনগুলোতেও তুলনামূলক ভালো ফল করেছে বিএনপি। তবে ২০০৮ সালের পর সেখানে তাদের কোনো আসন ছিল না। ২০১৪ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশই নেয়নি। আঠারোর নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ছিল ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ। আওয়ামী লীগ না থাকায় এবার পুরোনো ঘাঁট ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বিএনপির জন্য। তবে নির্বাচনের আগেই দলীয় মনোনয়ন নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। যেমন তানোর গোদাগাড়ি নিয়ে গঠিত রাজশাহী-১ আসনে প্রার্থী করা হয়েছে বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা শরিফ উদ্দিনকে। তাকে মনোনয়ন দেওয়ার পরই এই এলাকায় বিক্ষোভ হয়েছে। ওই আসনে গোদাগাড়ী উপজেলা বিএনপির সদস্য সুলতানুল ইসলাম তারেক স্বতন্ত্র প্রার্থীও হয়েছিলেন। রাজশাহী-২ আসনে দলের চেয়ারম্যানের আরেক উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু প্রার্থী হয়েছেন। এখানেও বিএনপির আছে শক্তিশালী তিনটি বলয়। এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বও রয়েছে। তবে, তার মনোনয়ন এখানে তেমন কোনো বিদ্রোহ দেখা যায়নি। পবা ও মোহনপুর নিয়ে গঠিত রাজশাহী-৩ বিএনপির শফিকুল হক মিলন মনোনয়ন পেয়েছেন। তার মনোনয়ন বিরোধিতা করে অন্তত দলের দুইটি গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে। বাঘমারা উপজেলা নিয়ে গঠিত রাজশাহী-৪ আসনেও প্রার্থীতা ঘোষণার পর দলের অভ্যন্তরে বিরোধ দেখা গেছে। রাজশাহী-৫ আসনে নজরুল ইসলামকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার পর এলাকায় বিক্ষোভ ও মশালমিছিলও হয়। অনেকে আবার স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। একদিকে অন্ত:কোন্দল অন্যদিকে নানা নেতিবাচক কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছুটা চাপ রয়েছে বিএনপি প্রার্থীদের। তবে, বিএনপি মনে করছে রাজশাহীর আসনগুলোয় তাদের রাজনৈতিক শক্তিই আগামী নির্বাচনে জয়ের বন্দরে নিয়ে যাবে। রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "আমার মনে হয় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় দলের যারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করতে চায়, তারা তাদের প্রার্থিতা তা প্রত্যাহার করে নেবে"।

সুযোগ কাজে লাগাতে চায় জামায়াত

রাজশাহীর আসনগুলোতে গত নভেম্বরে বিএনপি তাদের প্রার্থীতা চূড়ান্ত করলেও জামায়াতে ইসলামী আরো কয়েকমাস আগেই প্রার্থীদের মাঠে নামিয়েছে। আগেই নির্বাচন কেন্দ্রিক বেশ কিছু কমিটিও গঠন করেছে দলটি। অতীত নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে রাজশাহী-১ আসন থেকে জামায়াতের বর্তমান নায়েবে আমীর মজিবুর রহমান বিজয়ী হলেও পরবর্তীতে আর কোনো নির্বাচনে অন্য আসনগুলো থেকে জয় পায়নি দলটির প্রার্থীরা। যে কারণে এবার গণ-অভ্যুত্থানের পর জামায়াত রাজশাহীর আসনগুলোয় জয় পেতে মরিয়া। জামায়াতের নেতাদের কেউ কেউ বলছিলেন, বিএনপির মধ্যে মনোনয়ন নিয়ে অসন্তোষ, বিদ্রোহী প্রার্থী ও দলীয় কোন্দলের কারণে ভোটের মাঠেও তারা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। এক সময় বিএনপির দূর্গ হিসেবে পরিচিত রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় জামায়াতের কর্মী সমর্থকের সংখ্যাও বেড়েছে বলে দাবি করছেন জামায়াতের নেতারা। রাজশাহী মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মন্ডল বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা যে জরিপ করেছি, তাতে আমরা দেখতে পেয়েছি ছয়টি আসনের মধ্যে অন্তত চারটি আসনে আমাদের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছে। বাকি যে দুইটি আসন রয়েছে সেখানে প্রতিযোগিতা হবে"। জামায়াত মনে করছে, এখানে যদি নির্বাচনে কোনো ধরনের কারসাজি না হয়, তাহলে জামায়াত এবার নতুন চমক দেখাবে। মি. মন্ডল বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এখানে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হওয়ার শঙ্কা দেখছি আমরা। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, সরকারের একটা বড় পার্ট (অংশ) একটা দলকে ক্ষমতায় আনার জন্য চেষ্টা করছে এটা দৃশ্যমান"। এবার অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও, ভোটের পরিবেশ শেষ পর্যন্ত কতটা

শঙ্কাযুক্ত থাকবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে নাগরিক সমাজেরও। কেননা, ভোটের আগেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় হানাহানি, রক্তপাত শঙ্কা বাড়াচ্ছে এই জনপদেও। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০১.২০২৬ এলিনা)

জামায়াতের জোট ছাড়লো ইসলামী আন্দোলন

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন '১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য' থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলো বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন। ২৬৮ আসনে নিজেদের প্রার্থীদের এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছে দলটি। নির্বাচনি সমঝোতার বিষয়ে রাজধানীর পুরানা পল্টনে শুক্রবার প্রেস ব্রিফিং করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলটির হয়ে এদিন কথা বলেন যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান। তিনি বলেন, ওয়ান বক্স পলিসির মাধ্যমে ইসলামপন্থি শক্তি এক করার যে চেষ্টা ছিল, সেটি নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে বলেই নিজেদের মতো নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামী আন্দোলন। "২৭০ আসনে আমাদের মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়েছিল, দুইটি বাতিল হয়েছে। অর্থাৎ ২৬৮ আসনেই ইসলামী আন্দোলন নির্বাচন করবে। তারা কেউ মনোনয়ন প্রত্যাহার করবে না," বলেন মি. রহমান। বাকি ৩২ আসনেও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর অংশ নেওয়া যোগ্য প্রার্থীকে নিজেদের সমর্থন দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে দলটি। এছাড়া সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে কি না সেটি নিয়েও শঙ্কার কথা জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন। দলটির এই নেতা বলছেন, নির্বাচনের আগে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে জামায়াতের আমির জাতীয় সরকার গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, এর মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। "নির্বাচনের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সঙ্গেই সমঝোতা করে এসেছেন, এক্ষেত্রে একটি পাতানো নির্বাচন হবে কিনা সেই শঙ্কাও তৈরি হয়ে গেছে," বলেন তিনি। মি. রহমান বলেন, "আমাদের সঙ্গে ঐক্য করে তলে তলে অন্য কিছু হচ্ছে কি না" এমন সন্দেহও রয়েছে। এছাড়া ইসলামপন্থি ওয়ান বক্স পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভিন্ন চেষ্টা শুরু হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন মি. রহমান। বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে জামায়াতে ইসলামী তাদের মৌলিক স্লোগান থেকে সরে, ক্ষমতাকেই একমাত্র মুখ্য মনে করছে। "প্রচলিত আইন শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে, বৈষম্য তৈরি করেছে। এই আইন পরিবর্তন করে ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য," বলেন তিনি।

সমঝোতার চেষ্টায় দফায় দফায় আলোচনা

মূলত আসন সমঝোতা নিয়ে টানাপোড়েনের কারণেই ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন। এর আগে নানা ফোরামে কয়েক দফা আলোচনা হলেও সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। দলটির একাধিক সূত্রে জানা গেছে, শুরুতে ৮০টি আসনে সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে চেয়েছিল ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলন সঙ্গে মধ্যস্থতার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হককে। জোটের পক্ষ থেকে ৪৫টি আসন দেওয়ার প্রস্তাব আসলেও সেটি কার্যকর হয়নি। ইসলামী দলগুলোর ভোট এক বাক্সে আনতে 'ওয়ান বক্স পলিসি' স্লোগান নিয়ে গত নয় মাস আগে নির্বাচনে আসন সমঝোতার মোর্চা গঠন করেছেল জামায়াত, ইসলামী আন্দোলনসহ আটটি ইসলামী দল। এমনকি নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ ও সংস্কার বাস্তবায়নের দাবিতেও আন্দোলনের মাঠে ছিল এই মোর্চা। তবে নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা হলে আন্দোলন থেকে সরে এসে তারা তৎপর হয় আসন সমঝোতায়। তবে প্রথমে যে দলটি ইসলামী দলগুলোর ভোট এক বাক্সে আনার স্লোগান দিয়েছিল, সেই ইসলামী আন্দোলনকে ছাড়াই বৃহস্পতিবার ২৫৩ আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে '১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য" নামের জোটটি। আসন বণ্টনের বিষয়ে সমঝোতা না হওয়ায় এই জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিল ইসলামী আন্দোলন। বিশেষ করে সরাসরি ধর্মভিত্তিক দল নয়, যেমন- জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি, অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন এলডিপি এমন দলগুলো আসন সমঝোতার শরিক হওয়ার পর থেকেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল।

ভাঙনের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল আগেই

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের আসন বণ্টন ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনেও অনুপস্থিত ছিল ইসলামী আন্দোলন। তখন থেকে এই ঐক্যে দলটি যে আর থাকছে না এমন আলোচনা শুরু হয়। ওই সংবাদ সম্মেলনে জোটের প্রার্থী ঘোষণা করেন জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বা আইডিইবি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়, ১১ দলীয় ঐক্যে থাকা দলগুলোর মধ্যে মোট ২৫৩ আসনে সমঝোতা হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী- ১৭৯, জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি- ৩০, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস- ২০, খেলাফত মজলিস- ১০, কর্নেল অলি আহমদের এলডিপি- ৭, আমার বাংলাদেশ পার্টি ৩, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি ২ এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম ২টি আসনে নির্বাচন করবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী, বাকি আসনগুলোর বিষয়ে পরবর্তীতে জানানো হবে বলেও উল্লেখ করেন মি. তাহের । ইসলামী আন্দোলন সংবাদ সম্মেলনে কেন অনুপস্থিত সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের আমির বলেন, "তারা নিজেদের মধ্যে আরও আলোচনা করছেন, আমরা আশা করছি

তারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। জোট ভাঙে নাই, জোট আছে।" ১১ দলীয় ঐক্যের এই সংবাদ সম্মেলনের প্রায় একই সময়ে, এই জোটে থাকা না থাকা সহ নির্বাচনের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান জানাতে সংবাদ সম্মেলনের ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০১.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

বিশ্বস্ত এআই উন্নয়নে একসাথে কাজ করবে জাপান ও আসিয়ান

জাপান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের ডিজিটাল খাতের মন্ত্রী পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিশ্বস্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই তৈরি ও প্রবর্তনের জন্য মানবসম্পদের উন্নয়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করেছেন। বৃহস্পতিবার ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে জাপানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ও যোগাযোগমন্ত্রী হাইয়াশি ইয়োশিমাসা ১১টি আসিয়ান সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগ দেন। এআই-এর উন্নয়ন দ্রুততর করতে চীনের প্রচেষ্টার মাঝে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা একটি যৌথ বিবৃতি তৈরি করেন যা এআই-এর ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। এই নথিতে এআই-এর সেইসব মডেলের বিকাশে সহযোগিতা চাওয়া হয় যা এই দেশগুলোর সংস্কৃতি, ভাষা এবং অন্যান্য দিকগুলোকে প্রতিফলিত করে। পাশাপাশি, এতে তরুণ ডেভেলপারদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকের পর হাইয়াশি সাংবাদিকদের বলেন যে জাপান আসিয়ান দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা আরও গভীর করতে চায় যাতে তারা এই অঞ্চলের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং এর প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। তিনি এও জানান যে জাপান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতে তার বিশ্বব্যাপী নির্ভরযোগ্যতা এবং উপস্থিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৬.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

মার্কিন ভিসা নীতিতে সংকট বাড়ছে বাংলাদেশের

ভিসা নীতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একের পর এক সিদ্ধান্তে সংকট বাড়ছে বাংলাদেশের। যদিও নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে বৈঠক। সেই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির প্রয়োগে। সর্বশেষ যে ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশও আছে। এর আগে বি-১ ও বি-২ ভিসার ক্ষেত্রে ৩৮টি দেশের জন্য ৫ থেকে ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত 'বন্ড সিস্টেম' চালু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই তালিকাতেও রয়েছে বাংলাদেশ। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে সংকট বেড়েই চলেছে বাংলাদেশের। সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এই সরকার যখন ক্ষমতা নেয়, তখন আমরা শুনেছিলাম এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু, ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবো। কিন্তু আমরা তো উল্টো ফল দেখতে পাচ্ছি। কয়েকদিন আগে আমাদের নিরাপত্তা উপদেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বৈঠক করে এলেন। শুনলাম ভালো বৈঠক হয়েছে, আর কোনো অসুবিধা হবে না। অথচ এখন আরো খারাপ খবর এলো। এখন মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রের টাকায় কিছু মানুষ অযথা বিদেশ ভ্রমণ করছেন। এতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আমি মনে করি, এই সরকারের আর কোনো বিষয়েই কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো দরকার নেই। কয়েকদিন পরই নির্বাচন হবে, তখন নির্বাচিত সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন। এখন এরা উদ্যোগ নিতে গেলে আরো বিপদ বাড়তে পারে। তাই এদের চুপচাপ থাকাই ভালো।„

৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভূটানসহ ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার ডনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২১ জানুয়ারি থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা শুরু হওয়ার কথা।৭৫টি দেশের তালিকায় রাশিয়া, ইরান, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, কুয়েত, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, ইয়েমেন এবং ইরাকও রয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্স-এর এক পোস্টে জানিয়েছে, যেসব দেশের অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণভাতা অগ্রহণযোগ্য হারে নিয়ে থাকে, এমন ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসার প্রক্রিয়া পররাষ্ট্র দপ্তর স্থগিত রাখবে। নতুন অভিবাসীরা মার্কিন জনগণের সম্পদে ভাগ বসাবে না - যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতের এ আদেশ কার্যকর থাকবে। মার্কিন প্রশাসন যদি মনে করে, আবেদনকারী ব্যক্তি সরকারি কল্যাণভাতা বা অন্যান্য সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন, তাহলে তার ভিসা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট এক বিবৃতিতে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের উদারতার সুযোগ নিয়ে যারা সরকারি সহায়তার বোঝা হয়ে উঠতে পারে, তাদের সম্ভাব্য অভিবাসী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণার ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র দপ্তর তার দীর্ঘদিনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। অভিবাসন প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই ৭৫টি দেশ থেকে অভিবাসন স্থগিত থাকবে।„ এনআরবি ওয়ার্ল্ড-এর প্রতিষ্ঠাতা, মার্কিন নাগরিক এনামুল হক এনাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই ভালো হয়নি। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সংকটে পড়বে। কারণ, সেখানে জনবলের অত্যন্ত সংকট রয়েছে। আপনি যে প্রতিষ্ঠানেই যাবেন, সেখান থেকেই বলা হবে, জনবল

সংকটে তারা ঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না। এখন অভিবাসন ভিসা বন্ধ হলে জনবল সংকট আরো বাড়বে। তবে এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হয় না।„

৩৮ দেশের জন্য `ভিসা বন্ড'

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আবেদনের ক্ষেত্রে যেসব দেশের নাগরিকদের অবশ্যই ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত `ভিসা বন্ড' বা জামানত দিতে হবে, সে দেশগুলোর তালিকা প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভ্রমণবিষয়ক ওয়েবসাইটে গত মঙ্গলবার এ তথ্য জানানো হয়। গত বছরের আগস্টে প্রথমে ভিসা বন্ডের শর্তযুক্ত দেশের তালিকায় ছয়টি দেশের নাম যুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র। পরে তারা আরো সাতটি দেশকে এই তালিকায় যুক্ত করে। এক সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই বাংলাদেশসহ আরও ২৫টি দেশের নাম যোগ করলো যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে বলা হয়, বন্ডের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা প্রায় ১৮ লাখ ৩৫ হাজার টাকা (প্রতি ডলার ১২২.৩১ টাকা হিসেবে)।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নতুন করে যুক্ত হওয়া দেশগুলোর জন্য (কয়েকটি ছাড়া) এ বন্ডের শর্ত ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে মোট ৩৮টি দেশ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলো। এসব দেশের বেশির ভাগই আফ্রিকার। তবে লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশও রয়েছে। নতুন নিয়মের ফলে অনেক নাগরিকের জন্যই এখন মার্কিন ভিসা পাওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে আরোপিত কড়াকড়ি আরো জোরালো করতে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া সর্বশেষ পদক্ষেপ এটি। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যেসব দেশের নাগরিকদের মার্কিন ভিসার প্রয়োজন হয়, তাদের সবাইকে সশরীরে সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে হবে। এ ছাড়া তাদের গত কয়েক বছরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টের ইতিহাস এবং নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের আগের ভ্রমণ ও বসবাসের বিস্তারিত তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত এ `ভিসা বন্ড' বা জামানতের বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। তাদের দাবি, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নাগরিকেরা যাতে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময় অবস্থান না করেন, সেটি নিশ্চিত করতে এ পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

তবে এ জামানত জমা দিলেই যে ভিসা পাওয়া নিশ্চিত হবে, তা নয়। যদি ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয় বা ভিসা পাওয়া ব্যক্তি ভিসার সব শর্ত মেনে চলেন, তবে ওই অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এসব দেশের ইস্যু করা পাসপোর্ট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে ইচ্ছুক কেউ যদি বি১/বি২ (ভ্রমণ ও ব্যাবসা) ভিসার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন, তবে তাকে অবশ্যই ৫ হাজার, ১০ হাজার, কিংবা ১৫ হাজার ডলারের বন্ড জমা দিতে হবে। পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, বন্ডের এ অর্থের পরিমাণ ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করা হবে। আবেদনকারীকে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের `আই-৩৫২' ফর্মও জমা দিতে হবে। এ ছাড়া আবেদনকারীদের মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম `pay.gov'-এর মাধ্যমে বন্ডের শর্তাবলিতে সম্মত হতে হবে। ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়, ভিসা পাওয়া ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কিছু পথ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও বহির্গমন করতে হবে। অন্যথায় তাদের প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে, অথবা তাদের দেশত্যাগের তথ্য সঠিকভাবে নথিবদ্ধ না হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। নির্ধারিত প্রবেশপথগুলোর মধ্যে রয়েছে, বোস্টন লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (বিওএস), জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (জেএফকে) ও ওয়াশিংটন ডুলাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (আইএডি)।

নতুন বছরের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসনের এ কড়াকড়ি আরোপ বাংলাদেশের জন্য নতুন করে চাপ হিসেবে দেখছেন কূটনৈতিক ও বিশ্লেষকেরা। তাদের মতে, `ভিসা বন্ড' হিসেবে জামানত বাংলাদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করবে। সিনহুয়া এনুমিলিয়াম ইন্ডাষ্ট্রি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম আফজাল উল মনির ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ভ্রমণের ক্ষেত্রে জামানত দেওয়া খুবই অসম্মানের। আমি মনে করি, এই তালিকায় বাংলাদেশের নাম থাকাটা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জাজনক। ব্যবসায়ীরা হয়ত এই জামানত দিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু যারা ঘুরতে যান, তাদের জন্য তো খুবই খারাপ হলো। ফলে এই ধরনের সিদ্ধান্ত আর যা-ই হোক ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না। আমাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত খারাপ হয়েছে।„

তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-র সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল ডয়চে ভেলেকে বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের আরএমজি সেক্টরের জন্য বড় বাজার রয়েছে। এখন ব্যাবসা তো একপাক্ষিক না। বায়ারদের এখানে আসতে হয়, আমাদেরও সেখানে যেতে হয়। এভাবেই ব্যাবসা চলে। অনেক সময় আমরা না গিয়েও অফিসের কর্মকর্তাদের পাঠিয়ে থাকি। এখন ভিসা বন্ড দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হলে আমাদের যাওয়া অনেক কমবে। এতে ব্যবসায় নেতিবাচক ফল পড়বে। ফলে, আমি মনে করি, সরকারের উচিত এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে আলোচনা করে একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা।„

নিরাপত্তা উপদেষ্টার যুক্তরাষ্ট্র সফর

সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসি সফর করেছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। মার্কিন ভিসা বন্ডের তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রেক্ষিতে তিনি এই সফরে যান। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সহজ করতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। এর আগে তিনি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে খলিলুর রহমান উল্লেখ করেন, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে আগামী দিনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাবসায়িক যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বন্ডের তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে জেমিন গ্রিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন খলিলুর রহমান। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এ সময় ইউএসটিআরকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানিসহ ব্যাবসা বাড়াতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের দেশটিতে ভ্রমণ এরই মধ্যে বেড়েছে। বাণিজ্যঘাটতি দূর করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ব্যাবসা বাড়াতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভিসা বন্ডের বিষয়টি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। তাই বাংলাদেশকে মার্কিন ভিসা বন্ডের আওতাভুক্ত করার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সহজ করতে জেমিন গ্রিয়ারকে তার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান খলিলুর রহমান। নিরাপত্তা উপদেষ্টার এই সফরের এক সপ্তাহ না যেতেই অভিভাসন ভিসা প্রক্রিয়া বন্ধের খবর পেলো বাংলাদেশ। এ ব্যাপারে নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

সাবেক রাষ্ট্রদূত এম. হুমায়ুন কবির ডয়চে ভেলে বলেন, "আমরা যেভাবেই বলি না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য ভালো হয়নি। ব্যাবসা-বাণিজ্য বলেন আর ভ্রমণ বলেন সব ক্ষেত্রেই একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে। তবে এটা তো স্থায়ীভাবে করা হয়নি, সাময়িক সময়ের জন্য। ফলে আমরা আশা করবো, দ্রুতই যুক্তরাষ্ট্র এই বিধিনিষেধ তুলে নেবে। অনেকদিন ধরেই ট্রাম্প বলে আসছিলেন, যারা সরকারি ভাতা নিচ্ছে, তাদের ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন। বাংলাদেশের তো ৬ লাখের মতো বৈধ অভিভাসী ওই দেশে আছে। তাদের ৫৫ শতাংশই ভাতা নেয়। এগুলোই হয়ত এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।„ তবে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম)-এর সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য ইতিবাচক হতে পারে। এখন থেকে যেসব ব্যবসায়ী সেখানে যাবেন, তাদের ভিসা প্রক্রিয়া আরো সহজ হবে এবং ভিসার পরিমানও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। শুধু বৈধ ব্যবসায়ীরাই সেখানে যাবেন। যারা সেখানে গিয়ে থেকে যেতে চান, তাদের জন্য খারাপ খবর হলেও যারা বৈধ ব্যবসায়ী তাদের জন্য এটা ভালো হয়েছে। এতে ব্যবসায় কোনো প্রভাব পড়বে না। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের ট্রেড আরো বাড়বে।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশে নারী ও সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতা বাড়ছে: এইচআরডাব্লিউ

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। নির্বাচন সামনে রেখে নারী, মেয়ে ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বাড়ছে, যা মানবাধিকার রক্ষায় দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ করছে বলে মনে করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচে (এইচআরডব্লিউ)। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক সংগঠনটির ওয়েবসাইটে ১৪ জানুয়ারি প্রকাশ করা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। প্রতিবেদনে পুলিশের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে। এ জন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর কার্যকলাপ ও বক্তৃতা–বিবৃতি বেড়ে যাওয়াকে দায়ী করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেমকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, এই গোষ্ঠীগুলো নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও সমাজে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত করতে চাইছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২৫ সালের মে মাসে কট্টর ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো অন্তর্বর্তী সরকারের লিঙ্গ সমতা ও নারীর অধিকার উন্নয়নের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারা তাদের ভাষ্য অনুযায়ী `ইসলামবিরোধী, কার্যক্রম বন্ধের দাবি জানায়। এরপর থেকে নারীরা ও মেয়েরা মৌখিক, শারীরিক ও ডিজিটাল পরিসরে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছেন। সহিংসতার ভয় মতপ্রকাশের ক্ষমতা প্রয়োগের পরিবর্তে তাদের আরও নীরব করে তুলেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়। সেখানে গত ডিসেম্বরে ২৭ বছর বয়সি পোশাককর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে একটি গোষ্ঠীর হত্যার ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো হিন্দুদের বিরুদ্ধে অন্তত ৫১টি সহিংসতার ঘটনার তথ্য জানিয়েছে। এর মধ্যে ১০টি হত্যাকাণ্ড। চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত নির্যাতনের কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে আগে দুজন নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে ছিল অনেক নারীর অংশগ্রহণ। তারপরও বাংলাদেশে নারীরা এখনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত।

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ৫১টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৩০টির কোনো নারী প্রার্থী না থাকার বিষয়টিও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, বাংলাদেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের একটি জামায়াতে ইসলামী। ইসলামপন্থি এই

দল যেসব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তার কোনোটিতে নারী প্রার্থী দেয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের উচিত নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বিবেচনা করা। এই সুপারিশের মধ্যে রয়েছে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা অ্যাজেন্ডা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা, রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) পালনের বাধ্যবাধকতা মেনে চলা। সরকারকে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার সাংবিধানিক বিধানও রক্ষা করতে হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এগুলো কোনো নতুন প্রস্তাব নয় - এমন মন্তব্য করে প্রতিবেদনে বলা হয়, `বর্ষা বিপ্লব,–এর আগে ও পরে বাংলাদেশিরা এগুলোর প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারসহ ও রাজনৈতিক দলকে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা ও সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত বলেও মনে করে এইচআরডাব্লিউ।দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে বিক্ষোভ, লাঠি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

রাজধানীর উত্তরায় বাড়িতে আগুন, নিহত ৬

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ছয়তলা একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে আগুন লাগে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। সকালে তিনজন নিহত হয়েছেন বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে পুলিশের উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার শাহরিয়ার আলী। নিহত ছয়জনের মধ্যে দুইজন নারী, একজন পুরুষ ও একটি শিশু। নিহত অন্যদের নাম–পরিচয় এখনো জানা যায়নি। ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ শাখার কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম আজ সকালে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে বলেন, উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কের বাড়িটিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় তলায় আগুন লেগেছিল। আগুনে পুড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়া ১৩ জনকে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজন মারা যান। দুপুরে পুলিশের উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার শাহরিয়ার আলী এ খবর জানান। এ আগুনে এত হতাহত কেন, এমন প্রশ্নের জবাবে তালহা বিন জসিম বলেন, ঘরে প্রচুর আসবাব ছিল। সেগুলোয় আগুন লেগে যায়। আগুন তাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা জোন–৩–এর উপসহকারী পরিচালক মো. আবদুল মান্নান বলেন, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। আগুন দ্বিতীয় তলায় লেগে তা তিনতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। সকাল ৮টা ২৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সকাল ১০টার দিকে পুরোপুরি নিভেছে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জামায়াত ইসলামীর নেতৃত্বে ১০টি দল নির্বাচনি সমঝোতায় পৌঁছেছে

জোট এবং আসন সমঝোতা নিয়ে বহু টানাপড়েন চলেছে। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকের ডাক দিয়েও তা প্রত্যাহার করতে হয়েছিল জামায়াত শিবিরকে। বৃহস্পতিবার শেষপর্যন্ত আসন সমঝোতার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে পারলো ১০টি দল। যদিও এই জোটের নাম দেওয়া হয়েছে ১১-দলীয় নির্বাচনি ঐক্য। ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে এখনো সমঝোতা হয়নি বাকি দলগুলির। ফলে জোট হয়েছে ১০টি দলের মধ্যে। জামায়াত জানিয়েছে, তারা ১৭৯ টি আসনে প্রার্থী দেবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি লড়বে (এনসিপি) ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২০টি, খেলাফত মজলিস ১০টি, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ৭টি, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি ৩টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি) ও নেজামে ইসলাম পার্টি ২টি করে আসনে প্রার্থী দেবে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য এখনো কিছু আসন ছেড়ে রাখা আছে। এই নির্বাচনি মোর্চার অন্য দুটি দল বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) কোনো প্রার্থী দেবে না। তবে দল দুটি নির্বাচনী ঐক্যে শরিক থাকছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

গেল বছর চট্টগ্রাম বন্দরে রেকর্ড ৫৪৬০ কোটি টাকা আয়

ধারাবাহিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দরের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫ সালে বন্দরটির আয় হয়েছে ৫ হাজার ৪৬০ কোটি ১৮ লাখ টাকা, যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর ধারাবাহিকতায় গত পাঁচ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সরকারি কোষাগারে সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব জমা দিয়েছে। রাজস্ব আয় ও রাজস্ব প্রবৃদ্ধি—উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। ২০২১ থেকে ২০২৫— এ পাঁচ পঞ্জিকাবর্ষে চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব আয়ে গড়ে ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। একই সময়ে রাজস্ব উদ্বৃত্তের গড় প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৪২ শতাংশে। বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, সেবার মান অক্ষুণ্ন রেখে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর মাধ্যমেই এ সাফল্য এসেছে। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা

হয়, ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব ব্যয়ের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এ ছাড়া ভ্যাট, ট্যাক্স ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) হিসেবে গত পাঁচ বছরে বন্দর কর্তৃপক্ষ সরকারের কোষাগারে ৭ হাজার ৫৮০ কোটি ২০ লাখ টাকা জমা দিয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

সপ্তম দিনে আপিল মঞ্জুর ১৮ প্রার্থীর, নামঞ্জুর ২১

সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রার্থীদের করা আপিলের ওপর শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সপ্তম দিনের মতো শুনানি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এদিন ১৮ প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর এবং ২১ জনের নামঞ্জুর হয়েছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবন অডিটরিয়ামে এ শুনানি হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এতে অন্য নির্বাচন কমিশনাররাও অংশ নেন। বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত আপিল নিষ্পত্তি করে ইসি। শুনানি শেষে ইসির কর্মকর্তারা জানান, শুক্রবার ৪৩টি আবেদনের শুনানি করা হয়। এর মধ্যে ১৮টি মঞ্জুর, ২১টি নামঞ্জুর ও চারটি অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য জমা হওয়া মনোনয়নপত্রের মধ্যে বাছাই করে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ৭২৩টি বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। এসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়ে। এগুলোর ওপর গত শনিবার (১০ জানুয়ারি) থেকে শুনানি শুরু করে ইসি। সংশোধিত তফশিল অনুযায়ী, আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি এবং এর পরদিন নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ করা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

জানুয়ারির মধ্যে নবম পে-স্কেল গেজেট না হলে সর্বাত্মক কর্মবিরতি

আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন সরকারি কর্মচারীরা। অন্যথায় সর্বাত্মক কর্মবিরতির মতো কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতীকী অনশন কর্মসূচিতে এ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। বাংলা একাডেমি, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অনশনে উপস্থিত ছিলেন। তাদের অভিযোগ, এখন পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল পে-স্কেলের বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এজন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ করে যেতে হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী কল্যাণ ফেডারেশনের মুখপাত্র আব্দুল মালেক বলেন, `গত ১০ বছরে দুটি পে-স্কেল আমাদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আমরা কিছুই পাইনি। উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে কষ্টে জীবনযাপন করছি। এমন অবস্থায় অন্তর্বর্তী সরকারকেই পে-স্কেল দিয়ে যেতে হবে। তা জানুয়ারি মাসের মধ্যেই করতে হবে। দাবি আদায় না হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। তখন এর দায় কাউকে দেওয়া যাবে না।, দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, `দীর্ঘ সাত বছর ধরে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে নবম পে-স্কেলের বিষয়ে কথা বলছি। আমরা আশা করেছিলাম দ্রুত এর গেজেট প্রকাশ করা হবে। কিন্তু সরকার গেজেট প্রকাশ এবং এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি।, তিনি আরও বলেন, `ক্ষুধার জ্বালা কোনো আইন মানে না। কর্মচারীরা ধৈর্যহীন হয়ে পড়লে কোনো আইন দিয়ে তাদের বেঁধে রাখা যাবে না।, প্রতীকী অনশন কর্মসূচিতে জানানো হয়, কিছু বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নবম পে-স্কেল বাস্তবায়ন করতে হবে। যার মধ্যে রয়েছে- ১:৪-এর ভিত্তিতে ১২টি গ্রেডে সর্বনিম্ন বেতন-স্কেল ৩৫ হাজার ও সর্বোচ্চ এক লাখ ৪০ হাজার টাকা করা। ২০১৫ সালের পে-স্কেলের গেজেটে হরণকৃত তিনটি টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পুনর্বহালসহ বেতন জ্যেষ্ঠতা পুনর্বহাল। ব্লক পোস্টে কর্মরত কর্মচারীসহ সব পদে কর্মরতদের পদোন্নতি বা পাঁচ বছর পরপর উচ্চতর গ্রেড দেওয়া। সেইসঙ্গে টেকনিক্যাল কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের টেকনিক্যাল পদের মর্যাদা দেওয়া। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

ছুরিকাঘাতে গৃহবধূ নিহত, অভিযুক্তকে পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ছুরিকাঘাতে আমেনা বেগম (৪৫) নামের এক গৃহবধূ নিহতের ঘটনায় অভিযুক্ত মেহেদী ইসলাম (৩২) স্থানীয়দের গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার কেরাবো মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। স্থানীয়দের মাঝে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। নিহত গৃহবধূ আমেনা বেগম কেরাবো এলাকার বাবুল দেওয়ান এর স্ত্রী। এছাড়া গণপিটুনিতে নিহত অভিযুক্ত মেহেদী ইসলাম বিরাবো খালপাড় এলাকার রেজাউল করিমের ছেলে। তিনি একজন টাইলস মিস্ত্রি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

জুলাই সনদ পাস হলে ফ্যাসিবাদ চিরতরে দূর হবেঃ আদিলুর রহমান

গণভোটের মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ জনসমর্থনে পাস হলে দেশ থেকে ফ্যাসিবাদ চিরতরে দূর হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম চত্বরে গণভোটের প্রচারের গাড়ি সুপার ক্যারাভান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। আদিলুর রহমান খান বলেন, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে দেশের মানুষ গুম, খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছে। তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিচার পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, বিচার চাওয়ার সাহসও ছিল না। এই দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও বঞ্চনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গত বছরের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষ জীবন বাজি রেখে রাজপথে নেমেছিল। অনেকে প্রাণ দিয়েছেন, অনেকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন কিংবা আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। সেই আত্মত্যাগ ও মানুষের লালিত স্বপ্নের প্রতিফলনই হলো জুলাই জাতীয় সনদ। এই সনদ যদি গণভোটে জনসমর্থনে অনুমোদিত হয়, তাহলে দেশে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ফ্যাসিবাদ চিরতরে বিদায় নেবে। আসন্ন গণভোটে `হ্যাঁ', ভোটের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানোর আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, শুধু ক্যারাভান বা সুপার ক্যারাভানের ওপর নির্ভর করলে হবে না। সমাজের সব স্তরের মানুষকে গণভোট সম্পর্কে দায়িত্ব নিতে হবে। যারা গণভোট সম্পর্কে কম জানেন, তাদের জানাতে হবে এবং জনমত গড়ে তুলতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার বাতিল ইতিহাস মুছে দেওয়ার চক্রান্ত

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রায় ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকারের ভিডিয়ো বাতিলের সিদ্ধান্তের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। সংগঠনটির দাবি, এই সিদ্ধান্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে দেওয়ার চক্রান্তের অংশ। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা ও সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ এক যৌথ বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান। তারা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দেশের জাতীয় গৌরব ও জনযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব আক্রমণ বন্ধে সরকার কোনো কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে বরং প্রচ্ছন্ন সমর্থন জুগিয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, `সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি,- এই অজুহাতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রায় ১৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকারের ভিডিয়ো বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করে ছাত্র ইউনিয়ন এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। সংগঠনের নেতারা বলেন, তথাকথিত ফ্যাসিবাদী চক্রান্তের কথা বলে এরই মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্ববিরোধী অবস্থান জনসমক্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখে ১৯৭১-কে জাতীয় গৌরব বললেও বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিবর্তন ও ধ্বংসের মতো কর্মকাণ্ডে সরকার জড়িত বলে তারা অভিযোগ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

জনগণের ক্ষমতা বাড়াতে চায় বিএনপিঃ আমীর খসরু

বিএনপি রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংকুচিত করে জনগণের ক্ষমতা সম্প্রসারণে বিশ্বাস করে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বিএনপির রাজনীতির মূল দর্শন হলো জনগণকে ক্ষমতার কেন্দ্রে স্থাপন করা। চট্টগ্রাম ধর্ম উজ্জ্বল ঐক্য পরিষদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম মেরিটাইম ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিএনপি একটি `রংধনু নেশন, গড়ে তুলতে চায়, যেখানে দেশের সব নাগরিক সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করবে। এ দেশে ধর্ম, বর্ণ কিংবা গোত্রের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকবে না। প্রত্যেক মানুষ তার অধিকার নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের সেবা ও দেশের উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংঘদানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও ধর্মগুরুরা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

তারেক রহমানের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের ভার্চুয়াল বৈঠক

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের একটি ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার নেতৃত্ব দেন। শুক্রবার সকাল ৯টায় রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসা থেকে ভার্চুয়ালি বৈঠকে যুক্ত হন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। প্রায় ৩০ মিনিটব্যাপী এ বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, পারস্পরিক শুল্কহার এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ এবং একই অঞ্চলের পরিচালক এমিলি অ্যাশবি। বিএনপির পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবির।বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলীর বরাতে মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

একজন খালেদা জিয়া ছিলেন বলেই সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত ছিল: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, একজন খালেদা জিয়া ছিলেন বলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত ছিল। শুক্রবার রাজধানীর গুলশানে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন পার্কে বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। বগুড়া মিডিয়া অ্যান্ড কালচারাল ফোরাম, ঢাকার উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। রিজভী বলেন, ভারতের ঝাড়খণ্ড থেকে যে বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসছে, সেই বিদ্যুৎ প্ল্যান্টটি খোদ ভারত সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু ফ্যাসিবাদের সময় প্রকল্পটি বাংলাদেশের রামপালেও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে এ ধরনের দেশবিরোধী প্রকল্প বেগম খালেদা জিয়াকে দিয়ে কখনোই করানো সম্ভব হয়নি বলেই তাকে জেলে ঢোকানো হয়েছে। চিকিৎসা না দিয়ে তিলে তিলে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে এখনো যে কয়লা ও গ্যাস রয়েছে—সেগুলো কুক্ষিগত করার জন্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মহাশক্তি ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

ভোট কেন্দ্র প্রস্তুত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে বরাদ্দ অনুমোদন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতে অবশেষে বরাদ্দ অনুমোদন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে এ কাজে ৬ কোটি ৪ লাখ ৩৬ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দেশের ৯৪৭টি বেসরকারি স্কুল ও কলেজ সংস্কার, মেরামত ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি কিনতে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ২০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ ৮৮ হাজার টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ পেয়েছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও ভিডিয়ো মো. আবু ছায়িদ চৌধুরীর সই করা এক চিঠি থেকে এ বরাদ্দের বিষয়টি জানা যায়। চিঠিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৫ জানুয়ারির স্মারক মোতাবেক আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার কাজ দ্রুত ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীদের সভাপতি করে কমিটি গঠনপূর্বক বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

টানা ৮ দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়ায়

পঞ্চগড়ে টানা ১১দিন ধরে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। টানা আটদিন ধরে দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও রেকর্ড হচ্ছে তেঁতুলিয়ায়। তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে শৈত্যপ্রবাহের ফলে প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে ঘনকুয়াশা আর হিমশীতল বাতাসে হাড় কাঁপানো শীত অনুভূত হয়। এর আগে ৬ জানুয়ারি সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ডের মাধ্যমে শুরু হয় চলতি শীত মৌসুমের তৃতীয় দফার মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। এরপর থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ থেকে ৯ এর মধ্যে ওঠানামা করছে। আর ৯ জানুয়ারি থেকে টানা আটদিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও রেকর্ড হচ্ছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

গণভোটে হ্যাঁ বা না-এর পক্ষে বলার অধিকার সবার আছে: আসিফ নজরুল

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে বলার অধিকার যেমন সবার আছে, না-এর পক্ষে বলার অধিকারও সবার আছে। তিনি বলেন, আপনি যদি মনে করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট আমলের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে চান, দেশে বৈষম্য নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন আগের মতোই অব্যাহত থাকুক, কোনো সমস্যা নাই, আপনি বলেন আমি না-এর পক্ষে আছি, সমস্যা নাই। কিন্তু আমরা কাউকে প্রচারণা থেকে বিরত রাখার অধিকার আমাদের নাই, ইচ্ছাও নাই। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ড. আসিফ নজরুল বলেন, আমরা মনে করি যে এটা মানুষের বিবেকবোধের ব্যাপার। ১৫ বছর আপনারা দেখেছেন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার না হলে কী হতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

সরকারের কাছে ৭ দাবি জানালো হিন্দু মহাজোট

আসন্ন নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘু সম্প্রাদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের কাছে ৭ দাবি জানিয়েছে জাতীয় হিন্দু মহাজোট। শুক্রবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে নিরাপত্তাসহ ৭ দফা দাবি জানায় সংগঠনটি। লিখিত বক্তব্যে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী মহাসচিব ও মুখপাত্র পলাশ কান্তি দে বলেন, সামনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। আমরা আশঙ্কা করছি এবার নির্বাচন উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ-মন্দির, ঘর-বাড়ি, প্রতিমা ভাঙচুর হতে পারে। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকটি দল বা ব্যক্তিকে অনুরোধ করছি জয়-পরাজয় মেনে নিয়েই নির্বাচন করার। কারণ নির্বাচনে হেরে গেলে হিন্দু সম্প্রদায় ভোট দেয়নি এ অজুহাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন করতে হবে এটা মোটেই কাম্য নয়। তিনি আরও বলেন, আগামী ২৩ জানুয়ারি শুক্রবার সরস্বতী পূজা। প্রশাসন সেদিন বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা রেখেছে। আমরা সরস্বতী পূজার দিনে যেন পরীক্ষা না হয় সেই দাবি জানাচ্ছি। আমরা সরকারের কাছে আরও দাবি জানাচ্ছি যে সংখ্যালঘু হিন্দু ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যাওয়া, আমাদের মঠ-মন্দির, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিমা ভাঙচুর না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে এই জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে কিছু প্রস্তাব দেন বলেও জানান তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

উত্তরায় আগুনে নিহত বেড়ে ৬, সবাই দুই পরিবারের সদস্য

রাজধানীর উত্তরার একটি বাসায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় নিহত বেড়ে ছয়জনে দাঁড়িয়েছে। ছয়জনই দুই পরিবারের সদস্য বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল আহমেদ। তিনি জানান, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে একই পরিবারের তিনজন এবং অন্য তিনজনের মধ্যে উত্তরা স্পেশালাইজড হাসপাতালে দুজন ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন মারা গেছেন। নিহতদের মধ্যে এক পরিবারের স্বামী-স্ত্রীসহ তিনজন রয়েছেন। তারা হলেন- কুমিল্লা সদরের নানুয়াদিঘির পাড়ের কাজী ফজলে রাব্বি, তার স্ত্রী আফরোজা আক্তার ও তাদের দুই বছরের ছেলে ফাইয়াজ রিশান। নিহত অন্য তিনজন হলেন- ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার দড়িপারশী এলাকার হাফিজ উদ্দিনের ছেলে হারিছ উদ্দিন ও মো. রাহাব এবং শহিদুলের মেয়ে রোদেলা। এর আগে সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কের একটি ভবনে আগুন লাগে। সকাল ৭টা ৫৪ মিনিটে খবর পেয়ে উত্তর ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটগুলো সকাল ৭টা ৫৮ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় আধাঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পরে সকাল ১০টার দিকে আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

কুমিল্লায় আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষ, গুলিতে নিহত ২

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুইজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বক্সগঞ্জ ইউনিয়নের আলীয়ারা গ্রামের আবুল খায়ের মেম্বার ও সালেহ আহম্মদ মেম্বার গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তারা দুজনই ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য ছিলেন। কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাশেদুল হক চৌধুরী এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।নিহতরা হলেন, সালেহ আহম্মদ মেম্বার ও আলীয়ারা গ্রামের আবুল খায়েরের ছেলে দেলোয়ার হোসেন নয়ন। তবে এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। বক্সগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রশীদ ভূঁইয়া জানান, গত বছরের ৩ আগস্ট আলাউদ্দিন নামে সাবেক এক ইউপি সদস্যকে সিএনজি অটোরিকশায় করে তুলে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে ওই এলাকায় দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও তার রেশ থেকে যায়। ওই ঘটনার জেরে শুক্রবার দুপুরে পুনরায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জড়িয়ে পড়েন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

ওসমান হাদির ভাই ওমরকে যুক্তরাজ্য মিশনে নিয়োগ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহিদ শরিফ ওসমান বিন হাদির ভাই ওমর বিন হাদিকে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে দ্বিতীয় সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগের তথ্য জানানো হয়। ওমর বিন হাদিকে যোগদানের তারিখ থেকে তিন বছর মেয়াদে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, নিয়োগকালীন সময়ে তিনি অন্য কোনো পেশা, ব্যাবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক রাখতে পারবেন না। নিয়োগসংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলি সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্রের

মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনস্বাস্থ্য প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল হায়াত মো. রফিক গতকাল ১৫ জানুয়ারি এ প্রজ্ঞাপনে সই করেন।সূত্র জানায়, বর্তমানে এ মিশনে দ্বিতীয় সচিব পদ নেই। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কূটনীতিক বলেন, পদ না থাকলেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যখন নিয়োগ দেয় তখন অটোমেটিক সেখানে পদ সৃষ্টি হয়ে যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার উত্তরাধিকার হওয়া গভীর দায়িত্বের বিষয়

আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেছেন, `শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও সংগ্রামের পতাকা আজ তারেক রহমানের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এটি যেমন গর্বের বিষয়, তেমনি এক গভীর দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জেরও বিষয়।' সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাজধানীর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির নতুন চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রসঙ্গে মাহমুদুর রহমান আরও বলেন, খালেদা জিয়া ও জিয়াউর রহমানের সন্তান হওয়া নিঃসন্দেহে গর্বের। কিন্তু একই সঙ্গে এটি ভয় ও শঙ্কার বিষয়ও। কারণ বাংলাদেশের মানুষ সবসময় তারেক রহমানকে তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে তুলনা করবে। এই তুলনা অত্যন্ত কঠিন- যে কোনো মানুষের জন্যই। আমার দেশ সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশের গত ৫৫ বছরের ইতিহাসে মাত্র দুজন নেতা-নেত্রী জন্মেছেন, যাদের সমতুল্য হওয়া কঠিন। আর তারা যদি বাবা-মা হন, তাহলে সেই সন্তানদের জন্য দায়িত্ব আরও অনেক বেশি কঠিন হয়ে ওঠে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়া মাহমুদা মিতুকে নিয়ে নাহিদের পোস্ট

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব ও ঝালকাঠি-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. মাহমুদা মিতু। তবে প্রার্থিতা না পাওয়া মাহমুদা মিতুর পাশে দাঁড়িয়েছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) মধ্যরাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ডা. মাহমুদা মিতুর প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশংসা করে তার প্রতি শুভকামনা জানিয়েছেন নাহিদ ইসলাম। ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, মাহমুদা মিতু একজন চিকিৎসক ও এ প্রজন্মের সাহসী রাজনীতিবিদ। রাজনীতি একদিনের জন্য নয়, এটি ধৈর্য, সাহস, আত্মত্যাগ ও প্রজ্ঞার দীর্ঘ লড়াই। যে রাজনীতি জনগণের জন্য, সেই রাজনীতিকে জনগণ আপন করে নেয়। তিনি লেখেন, মিতু আপা সেই রাজনীতির পথেই হাঁটছেন। রাজনীতির দীর্ঘ ও কঠিন লড়াইয়ের জন্য তিনি সচেতনভাবেই মাঠে নেমেছেন। এই পথ সহজ নয়, কিন্তু সাহসী ও সৎ মানুষের জন্য এ পথই ইতিহাস গড়ে। জাতীয় নাগরিক পার্টি মাহমুদা মিতুর মতো নেতৃত্বের জন্য গর্বিত। নিশ্চয়ই তিনি সফল হবেন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। এর আগে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করেছিল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এ আসনে দলটির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. মাহমুদা আলম মিতু। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম `এনপিএ,র আত্মপ্রকাশ

নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন (এনপিএ) নামে নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আত্মপ্রকাশ করেছে। আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে জনগণপন্থি রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে নতুন এ প্ল্যাটফর্মটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা ঘোষণা করা হয়। `জনগণের শক্তি, আগামীর মুক্তি,এ স্লোগান সামনে রেখে যাত্রা শুরু করা প্ল্যাটফর্মটি পাঁচটি মূলনীতি ও সাতটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এনপিএ তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রাণ–প্রকৃতি–পরিবেশের সুরক্ষা তাদের মূলমন্ত্র। এনপিএ,র পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশের বিদ্যমান শাসনকেন্দ্রিক ক্ষমতাকাঠামো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনগণের পরিবর্তে শাসকগোষ্ঠীর অনুগত করে তুলেছে। ফলে জনগণের রক্ষক প্রতিষ্ঠানগুলোই ক্ষমতাচর্চা ও সম্পদ আহরণের অংশীদার হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনগণের অধিকার রক্ষা ও সেবাভিত্তিক কাঠামোয় রূপান্তর করার উদ্যোগ নেবে প্ল্যাটফর্মটি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

CHINA AND CANADA ANNOUNCE TARIFFS RELIEF

Chinese leader Xi Jinping and Canadian PM Mark Carney have announced lower tariffs, signalling a reset in their countries relationship after a key meeting in Beijing. China is expected to lower levies on Canadian canola oil from 85% to 15% by 1 March, while Ottawa has agreed to tax Chinese electric vehicles at the most-favoured-nation rate, 6.1%, Carney told reporters. The deal is a breakthrough after years of strained ties and tit-for-tat levies. Xi hailed the "turnaround" in their relationship but it is also a win for Carney, the first Canadian leader to visit China in nearly a decade. He has been trying to diversify Canadian trade away from the US, his country's biggest trading partner, following the uncertainty caused by Trump's on-again-off-again tariffs. (BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

VENEZUELAN NOBEL PEACE PRIZE WINNER PRESENTS HER MEDAL TO TRUMP

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado has given her Nobel Peace Prize medal to President Donald Trump during a meeting at the White House, saying it was a recognition of his commitment to her country's freedom. "I think today is a historic day for us Venezuelans," she said after meeting Trump in person for the first time, weeks after US forces seized Venezuelan President Nicolas Maduro in Caracas and charged him in a drug-trafficking case. Trump said on social media that the move was "a wonderful gesture of mutual respect", but the Nobel Committee has said the prize itself was not transferable. (BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

S. KOREA'S EX-PRESIDENT YOON TO BE JAILED FOR FIVE YEARS

South Korea's impeached president Yoon Suk-Yeol will be jailed for five years over abuse of power, obstructing justice and falsifying documents in relation to his failed martial law bid in 2024. This is the first of the verdicts in four trials linked to his shock martial law decree. Although short-lived, the move triggered nationwide turmoil, sparking protests as MPs rushed to the national assembly to overturn Yoon's decision. Yoon's actions "plunged the country into political crisis", a judge said on Friday, noting that Yoon had "consistently shown no remorse". Friday's ruling offers clues as to how the rest of Yoon's trials could go. His string of charges range from abuse of power to campaign law violations.
(BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

IRAN DEMANDING LARGE SUMS FOR RETURN OF PROTESTERS BODIES

Families of people killed in the protests in Iran have told the BBC that the authorities are demanding large sums of money to return their bodies for burial. Multiple sources have told BBC Persian that bodies are being held in mortuaries and hospitals and that security forces will not release them unless their relatives hand over money. At least 2,435 people have been killed during more than two weeks of protests across the country. One family in the northern city of Rasht told the BBC that security forces demanded 700 million tomans ($5,000) to release the body of their loved one. (BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

KRUGER NATIONAL PARK SHUTS AS DEADLY FLOODS STRIKE SOUTH AFRICA

Flooding in South Africa's northern provinces of Limpopo and Mpumalanga has forced the famed Kruger National Park to suspend visits and evacuate some guests and staff by helicopter. At least 19 people are now believed to have died in recent weeks in South Africa after torrential rain led to floods that have destroyed dozens of homes. Among those killed was a five-year-old boy in the town of Giyani, in Limpopo. President Cyril Ramaphosa met the child's family to offer his condolences while visiting the region to assess the damage. A red level 10 warning has been issued by the South African Weather Service, forecasting yet more rain in affected areas and warning communities to remain alert.
(BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

CUBA COUNTS COST OF ALLIANCE AFTER 32 TROOPS KILLED IN VENEZUELA

From sunrise, throngs of military personnel, government officials and civilians lined the route between Havana's airport and the Armed Forces Ministry to applaud home the remains of 32 Cuban troops killed in Venezuela as they passed by in a funeral cortege. The country's leadership - from Raul Castro to President Miguel Diaz-Canel - were at the airport to receive the boxes carrying the cremated ashes of their "32 fallen heroes". In the lobby of the ministry building, each box was draped in a Cuban flag and set next to a photograph of the respective soldier or intelligence officer beneath the words "honour and glory". But despite

the pomp and full military honours, this has been a chastening experience for the Cuban Revolution. (BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

MUSEVENI TAKES A LEAD IN EARLY RESULTS OF UGANDA PRESIDENTIAL RACE

Uganda's Presidential Yoweri Museveni has taken a strong lead in partial results from Thursday's presidential election, the electoral commission says. Figures announced on Friday morning put Museveni in front with 76% of the votes, based on returns from 45% of the country's polling stations. He is followed by opposition leader Bobi Wine with 20%. Security forces have surrounded Wine's home in the capital, Kampala, "effectively placing him and his wife under house arrest", his party said.
(BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

US CONGRESS MEMBERS VISIT DENMARK AMIDST TRUMP'S PRESSURE

A bipartisan group of members of the US Congress is visiting Denmark in what is seen as a show of support in the face of increasing pressure from President Donald Trump for the US to annex Greenland - a semi-autonomous region of Denmark in the Arctic. The 11-member delegation is due to meet MPs as well as Danish Prime Minister Mette Frederiksen and her Greenlandic counterpart Jens-Frederik Nielsen. The visit comes days after high-level talks in Washington failed to dissuade Trump from his plans. He insists Greenland is vital for US security - and that Denmark cannot defend it against possible Russian or Chinese attacks. Both Denmark and Greenland say they are opposed to a US takeover.
(BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

ISRAEL MOVES YELLOW LINE DEEPER INTO GAZA, SATELLITE IMAGES SHOW

Israel has moved the blocks which are supposed to mark its post-ceasefire line of control deeper into Gaza in several places, sowing confusion among Palestinians. Satellite images reviewed by BBC Verify show that in at least three areas Israel placed blocks, before returning later and moving the positions further into the Strip. Under the terms of the US-brokered deal with Hamas, Israel agreed to withdraw troops beyond a line marked in yellow on Israeli military maps, which it has illustrated on the ground with concrete yellow blocks. Defence Minister Israel Katz warned in October that anyone crossing the Yellow Line would be "met with fire". (BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

US TO CUT TARIFFS ON TAIWANESE GOODS AFTER INVESTMENT PLEDGE

The US said it had agreed to cut the tariffs it charges on goods from Taiwan to 15%, in exchange for hundreds of billions of dollars in investment aimed at boosting domestic production of semiconductors. The Commerce Department said the island's semiconductor and technology enterprises had committed to "new, direct investments" worth at least $250bn. The deal also provides carve-outs from tariffs for Taiwanese semiconductor companies investing in the US. Boosting US production of semiconductor chips, which are found in machines ranging from cars to smart phones, has been a priority for the US since shortages during the Covid-19 pandemic exposed supply chain risks.
(BBC News Web Page: 16/01/26, FARUK)

::THE END::